অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া দিবেন। সব দিক দিয়া তোমাদের উন্নতি দান করিবেন-) তোমাদের দেশে তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও নদী-নালার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার পূর্ণ ভক্তি ও মহত্ত্ব মহিমার উপর দৃঢ় আস্থা অন্তরে গাঁথিয়া লও না? অথচ তিনিই (হইতেছেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা হিসাব গ্রহীতা; তিনি) তোমাদিগকে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (খাদ্য-দ্রব্যের রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য্য, বীর্য হইতে রক্তপিণ্ড, রক্তপিণ্ড হইতে মাংসপিণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া মানুষরূপে তাঁহার কুদরতে তোমরা জন্ম নিয়াছ। তিনি অতি মহান সর্বশক্তিমান;) তোমরা কি দেখ না যে, কি আশ্চর্যজনকরূপে আল্লাহ তাআলা সাত তবক আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার উহার মধ্যে চন্দ্রকে আলো স্বরূপ বানাইয়া দিয়াছেন এবং সূর্যকে প্রদীপস্বরূপ বানাইয়া দিয়াছেন! আরও দেখ, আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে মাটি হইতে (তথা উহার উদ্ভূত খাদ্য দ্রব্য হইতে) এক বিশেষ উপায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার সেই মাটির মধ্যে তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন, তারপর সেই মাটি হইতেই পুনঃজীবিত করিয়া উঠাইবেন (এবং তোমাদের হইতে পুঙ্খনুপুঙ্খরূপে হিসাব নিকাশ লইবেন।)

আল্লাহ (কত মেহেরবান! তিনি) তোমাদের সুবিধার্থ ভূপৃষ্ঠকে সমতল রূপ দিয়াছেন যেন তোমরা উহার সুপ্রশস্ত রাস্তা ঘাটসমূহে চলাফেরা করিতে পার।

(এত বুঝান সত্ত্বেও যখন তাহারা সত্য গ্রহণ করিল না তখন) নূহ (আঃ) প্রভুর দরবারে আরজি পেশ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার জাতি আমার কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং তাহারা এমন লোকদের কথায় সাড়া দিতেছে যাহাদের ধনবল জনবলের অহঙ্কার খোদাভীরুতা হইতে দূরে সরাইয়া তাহাদিগকে শুধু ধ্বংসের পথেই অগ্রসর করিয়াছে। তাহারা (তাহাদের আল্লাহদ্রোহী নীতি জারি রাখার জন্য) বড় বড় ব্যবস্থা ও তদবীর অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা দেশবাসীকে এই বুঝাইয়াছে যে, তোমরা কিছুইতেই তোমাদের দেব-দেবী ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নসরকে ছাড়িও না। আরও অনেক প্রকারে তাহারা দেশবাসীকে বিপথগামী করিয়াছে। (তাহারা সৎপথে আসার সব রকম সম্ভাবনাই শেষ করিয়া দিয়াছে; অতএব) তাহাদের গোমরাহী তুমি (ক্ষমার ব্যবস্থা না করিয়া) বাড়াইয়া দাও। পরিণামে যেন তাহারা গজবে ধ্বংস হয় এবং সৎ লোকদের পথের কাঁটা দূরীভূত হইয়া যায়।)

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) তাহাদের এইসব গোনাহের কারণে (ইহজগতে) তাহাদিগকে ভয়াবহ প্লাবনে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পরজীবনের জন্য দোযখের আগুনে পতিত হওয়া সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। (তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া দেব-দেবীর পূজা-করিয়াছিল, কিন্তু যখন গজব আসিয়াছে তখন) আল্লাহ তাআলা ভিন্ন তাহাদের দেব-দেবীদের কোন সাহায্যই তাহারা পায় নাই।

(তাহাদের হেদায়াত ও সৎপথ অবলম্বনে নিরাশ হইয়া) নূহ (আঃ) দরখাস্ত করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! এই সব কাফেরদের আর যমীনের উপর থাকিবার সুযোগ দিবেন না; তাহাদিগকে দুনিয়াতে থাকিতে দিলে তাহারা আপনার বান্দাদিগকে বিপথেই পরিচালিত করিবে। (তাহাদের সমবেত আল্লাহদ্রোহিতা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়-) তাহাদের বংশের মধ্যেও বদকার কাফের ভিন্ন ভাল লোক সৃষ্টি হওয়ার কোন আশা নাই।

হে পরওয়ারদেগার! আমার গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিন, আমার মাতা-পিতাকে, আমার পরিবারে যাহারা ঈমানদার আছে তাহাদেরকে এবং সমস্ত মো'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আর স্বৈরাচারী জালেমদের জন্য ধ্বংসই বর্ধিত করুন। (যেন তাহারা দেশবাসীকে বিপথগামী করার সুযোগ আর না পায়।)

হযরত নূহের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়

নূহ আলাইহিস সালামের ইতিহাসে দুইটি উপদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম এই যে, আল্লাদ্রোহিতা, আল্লাহর নাফরমানী অনেক সময় দুর্যোগ-দুর্গতি, ঝড়-তুফান ইত্যাদি দেশ বিধ্বংসী বিপর্যয় ঘটিবার মূল কারণ হইয়া থাকে। অতএব, এই ধরনের বিপর্যয় প্রতিরোধকল্পে সর্বাগ্রে

দেশব্যাপী তওবা-এস্তেগফার, সমস্ত রকম শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের মূলোচ্ছেদ এবং আল্লাহ ও রসূলের তাবেদারীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শুধু বাহ্যিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা রক্ষা ব্যবস্থার পরিণাম অনেক সময় হযরত নূহের পুত্র কেনানের মতই হইয়া থাকে। কেনান বাহ্যিক রক্ষা ব্যবস্থা তথা প্লাবন হইতে বাঁচিবার জন্য উঁচু পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যথেষ্ট মনে হয়, কিন্তু যেহেতু সে বিপর্যয়ের মূল কারণ তথা আল্লাহদ্রোহিতায় নিমগ্ন ছিল, তাই তাহার অবলম্বিত রক্ষা ব্যবস্থা নিষ্ফল হইয়াছে। পক্ষান্তরে নূহ (আঃ) এবং তাঁহার দলবলের রক্ষা ব্যবস্থা তথা জাহাজে আরোহণ ফলদায়ক হইয়াছিল। কারণ, তাঁহারা বিপর্যয়ের মূল কারণের ব্যবস্থাকারী ছিলেন। অবশ্য মূল কারণের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক প্রতিরোধ এবং বাহ্যিক রক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হইবে, যেরূপ নূহ (আঃ) জাহাজ তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং ঘটনার সময় মেমিনগণ জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহাও আল্লাহ তাআলারই নির্দেশ ছিল। সাধারণত ইহজগতের সব কিছুই কার্যকারণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়– ইহাই আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম-নীতি।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, মানুষ স্বয়ং নিজে ঈমানদার সৎকর্মী না হইলে যত বড় সম্বন্ধই তাহার হাসিল থাকুক না কেন, উহা তাহার জন্য নাজাতদানকারী হইতে পারে না। হযরত নূহের পুত্র কেনানের পরিণাম উহারই একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। তদ্রূপ কেনানের মাতা নিজেই ঈমানদার ছিল না, ফলে নূহ (আঃ)-এর ন্যায় একজন পয়গাম্বরের স্ত্রী হইয়াও সে নাজাত পাইল না– দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। পবিত্র কোরআনে এই কেনান-মাতা হযরত নূহের স্ত্রীর প্রসঙ্গ সারা বিশ্বের কাফেরদের জন্য একটি বিশেষ নজির স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَامْرَاَتَ لُوْطٍ ـ

"আল্লাহ তাআলা কাফেরদের জন্য উপদেশমূলক ঘটনারূপে হযরত নূহের স্ত্রী এবং হযরত লুতের স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করেন। উভয় নারী আমার অতি বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্য হইতে দুই জন বান্দাহর স্ত্রী ছিল; কিন্তু উক্ত নারীদ্বয় তাহাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কার্যে লিপ্ত ছিল, ফলে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ঐ নারীদ্বয়ের পক্ষে আল্লাহর আযাবের মোকাবিলায় কোনই সাহায্য করিল না এবং (দুনিয়ায় ধ্বংস হওয়ার পর) তাহাদের সম্পর্কে এই আদেশই জারি করা হইবে যে, দোযখীদের দলভুক্ত হইয়া তোমরাও দোযখে প্রবেশকারী।" (পারা– ২৮; রুকু– ২০)

কেয়ামতের দিন হযরত নূহের পক্ষে আমাদের সাক্ষ্য

১৬২৪। হাদীছ ঃ আবু সায়ী'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) নূহ (আঃ) এবং তাঁহার উম্মতগণ আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হইবেন। আল্লাহ তাআলা নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি (আপনার উম্মতকে) খাঁটি ধর্মের ডাক পৌছাইয়াছিলেন কি? তিনি উত্তর করিবেন, হ্যাঁ– ইয়া পরওয়ারদেগার! অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদিগকে নূহ খাঁটি ধর্ম পৌছাইয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, না না– আমাদের নিকট কখনও কোন নবী আসেনই নাই। আল্লাহ তাআলা নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে? নূহ (আঃ) বলিবেন— মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন– তখন আমরা সাক্ষ্য দিব যে, হাঁ– নূহ তবলীগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ঘটনাই পবিত্র কোরআনের আয়াতের তাৎপর্য–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ـ

('হে উম্মতে মুহাম্মদী! পূর্ববর্ণিত নেয়ামতসমূহ ও সম্মান যেরূপে তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে,) তদ্রূপ

তোমাদিগকে এই বিশেষ সম্মানও প্রদান করা হইয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে সর্বোত্তম উম্মতরূপে গঠিত করিয়াছি, যেন তোমরা অন্য সকল উম্মতগণের উপর (উপযুক্ত) সাক্ষী হইতে পার। (পারা–২; রুকু–১)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত সাক্ষ্যদানের বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ আছে রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন— কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে, কোন নবীর উম্মত শুধু একজন, কোন নবীর উম্মত দুই জন, আবার কোন নবীর উম্মত অনেক বেশী। প্রত্যেক নবীর সময়কার লোকদেরকে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই নবী তোমাদিগকে সত্য ও খাঁটি ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? তাহারা বলিবে, না। আমাদিগকে সত্য ধর্ম পৌঁছান নাই। তখন নবীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনি সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? নবী বলিবেন হাঁ– আমি সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলাম। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনার পক্ষে সাক্ষী কে আছে? নবী বলিবেন, আমার পক্ষে সাক্ষী মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত। তখন মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার উম্মতকে উপস্থিত করা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই নবী তাঁহার সময়কার লোকদেরকে সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন কি? মুহাম্মদী উম্মতগণ বলিবেন, হাঁ– সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন। বিপক্ষ লোকেরা প্রশ্ন উত্থাপন করিবে যে, মুহাম্মদী উম্মত! আমাদের পরে জন্ম লাভ করিয়া আমাদের ঘটনা সম্পর্কে কিরূপে সাক্ষ্য দিতে পারে? তখন মুহাম্মদী উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা তাহাদের ঘটনা কি সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছ? তাহারা বলিবে, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) পবিত্র কিতাব কোরআনের মাধ্যমে আমাদিগকে এ বিষয় জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, নবীগণ প্রত্যেকেই সত্য ধর্ম পৌঁছাইয়াছিলেন। তখন মুহাম্মদ (সঃ)-কে এই সম্পর্কে বিজ্ঞাসা করা হইবে এবং তিনি স্বীয় উম্মতের উক্তির সত্যতার সাক্ষ্য দান করিবেন।

কেয়ামতের দিনের আরেকটি ঘটনা

হাশরের ময়দানে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়া সুপারিশের জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরামর্শে লোকগণ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হইবে। নূহ (আঃ) সুপারিশে অক্ষমতা জানাইয়া নিজের ব্যাপারে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক প্রকাশ করিবেন এবং স্বীয় দুইটি কার্যের উল্লেখ করিবেন।

প্রথম– আল্লাহর আযাব তুফান ও জলোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া তাঁহার পুত্র "কেনান" মরিবার সময় তিনি আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিয়াছিলেন, "হে পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র আমারই পরিবারের; আর (আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করা সম্পর্কে) আপনার ওয়াদা (যাহার আশ্বাস আপনি দিয়াছিলেন, তাহা ত) অখণ্ডনীয়– আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" উত্তরে আল্লাহ বলিয়াছিলেন–

"হে নূহ! এই পুত্র তোমার পরিবারভুক্ত নহে, সে তোমার আদর্শের বিপরীত কাজে লিপ্ত ছিল, যে বিষয় তুমি পূর্ণ অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট পীড়াপীড়ি করিও না– আমি তোমাকে নসীহত করি, অজ্ঞদের দলভুক্ত হইও না।"

দ্বিতীয়– নূহ (আঃ) অমান্যকারীদের ধ্বংসের বদ দোয়া করিয়াছিলেন–

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّاراً ـ

"হে পরওয়ারদেগার! ভূ পৃষ্ঠে কাফের গোষ্ঠীর একটি প্রাণীকেও বাকী থাকিতে দিবেন না যে, চলাফেরা করিতে পারে।"

নূহ (আঃ) হাশরের দিন এই বিষয়দ্বয় উল্লেখ করিয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশঙ্কা প্রকাশপূর্বক বলিবেন, তোমরা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও। –(বোখারী শরীফ)

হযরত ইলয়াস (আঃ)

হযরত ইল্‌য়াস (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াতে বর্ণনা রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহার সম্পর্কে কোন বিশেষ বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ নাই। শুধু এটুকু আছে যে, তাঁহার এলাকাবাসী بَعْل "বা'ল্" নামক দেবতা বা দেবীর পূজা করিয়া থাকিত। ইল্‌য়াস (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করতঃ এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করিতেন। তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, সকলের সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তাকে ছাড়িয়া তোমরা বা'লের পূজা করিতেছ! ইহা কত বড় অন্যায় অপরাধ! কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই; আল্লাহ তাআলা তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, فَاِنَّهُمْ مُحْضَرُوْنَ - তাহারা সকলেই আমার নিকট হিসাবদানে উপস্থিত হইবে।

ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামের পরিচয় সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন– তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর ভ্রাতা হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর পৌত্রের পুত্র বা পৌত্রের পৌত্র ছিলেন। তিনি বনী ইস্রাঈলদের নবী ছিলেন।* তাঁহার আবির্ভাবস্থল ছিল তৎকালীন সিরিয়ার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর "বা'লা-বাক্কা"। আরবী মানচিত্রে এই শহরকে "বা'লা-বাক্কা" নামে লেখা হয় যাহা বর্তমান লেবানন প্রজাতন্ত্রের একটি মহকুমাস্বরূপ। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বৈরুত ও তারাব্লাসের মধ্যস্থল বরাবর প্রায় একশ'ত মাইল পূর্বে অবস্থিত।

এই শহর এলাকার আদি অধিবাসীদের দেবতা "বা'ল" এবং এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ "বাক্কা"– এই উভয় নামের সংমিশ্রণে শহরটির নাম "বা'লা-বাক্কা" হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে হযরত ইল্‌য়াসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই–

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ - اَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ - اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ - فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ - اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ سَلٰمٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ -

নিশ্চয় ইল্‌য়াস রসূল ছিলেন। স্মরণ কর, যখন তিনি স্বীয় দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি (সর্বশক্তিমান আল্লাহকে) ভয় কর না? তোমরা "বা'ল" দেবতার পূজা কর আর সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা মাবুদ বরহক আল্লাহ যিনি তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা তাঁহাকে জানিয়া বুঝিয়া উপেক্ষা করিতেছ? (ইল্‌য়াস আঃ) এইরূপে বুঝাইলেন;) তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিল। (আল্লাহ বলেন,) এইসব লোককে আমার নিকট অপরাধীরূপে উপস্থিত করা হইবে। অবশ্য আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ (সসম্মানে আমার নিকট আসিবেন।) ইল্‌য়াসের পক্ষে চিরকালের জন্য আমার ঘোষণা, ইল্‌য়াসের প্রতি সালাম।" (পারা– ২৩; রুকু– ৮)

হযরত ইল্‌য়াসের দীর্ঘায়ু লাভ এবং ইহজগতে থাকিয়া অদৃশ্য থাকা সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে; ঐ সব কাহিনী নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নহে।

---

* এই হিসাবে হযরত ইল্‌য়াসের আবির্ভাব হযরত মূসার অনেক পরে ছিল, কিন্তু এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইদ্রীসের অপর নাম ইল্‌য়াস। হয়ত এই জন্যই বোখারী (রঃ) হযরত ইল্‌য়াসের বর্ণনা হযরত ইদ্রীসের সংলগ্নে করিয়াছেন; কিন্তু প্রথম মতামতই অগ্রগণ্য।

হযরত ইদ্রীস (আঃ)

ইদ্রীস (আঃ) নবী হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা রহিয়াছে–

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ـ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ـ

"পবিত্র কিতাবে ইদ্রীস সম্পর্কে জ্ঞাত হও, তিনি খাঁটি ও সত্য নবী ছিলেন।"

মে'রাজ শরীফের ভ্রমণে চতুর্থ আসমানে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল। ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পর হযরত (সঃ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। তিনি সালামের জবাবদনপূর্বক এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন–

مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ـ

"উপযুক্ত ও সম্মানিত ভ্রাতা এবং উপযুক্ত ও সম্মানিত নবীকে মোবারকবাদ।"

হযরত হুদ (আঃ)

"আ'দ" নামক এক জাতির প্রতি হুদ (আঃ) নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর এক পৌত্রের পুত্র তাহার নাম ছিল "আ'দ"; তাহার হইতে যে নছল বা বংশধারার উৎপত্তি তাহারাই "আ'দ জাতি" নামে পরিচিত।

নূহ আলাইহিস সালামের তুফানে সব কাফের-মোশরেক ধ্বংস হইয়া নূতনভাবে দুনিয়া আবাদ হওয়ার পর এই আ'দ জাতিই প্রথম পুনঃ কুফ্‌রী ও শিরেকীতে পতিত হয়। তাহারা মূর্তি পূজা ও দেব-দেবীর উপাসনা করিত। হুদ (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা তাহাদের হেদায়াতের জন্য নবীরূপে পাঠাইয়াছিলেন।

আ'দ জাতির পিতা "আ'দ" হযরত নূহের পৌত্রের পুত্র ছিল এবং এই আ'দের পৌত্রের পৌত্র ছিলেন হযরত হুদ (আঃ)। আ'দ জাতির দেশ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতে একটু খোঁজ পাওয়া যায়– وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ

"বিশ্ববাসীকে স্মরণ করাইয়া দিন আ'দ জাতির নবীর ঘটনা, তিনি সতর্ক করিয়াছিলেন স্বীয় জাতিকে যাহারা "আহ্‌'কাফে" বসবাস করিত।"

"আহ্‌'কফ" শব্দটি বহুবচন, ইহার একবচন হইল 'হে'কফ" যাহার অর্থ মরু অঞ্চলের বালুকাস্তূপ। ঐ অঞ্চলে বালুকাস্তূপের আধিক্য ছিল; এই সূত্রে সেই অঞ্চলকে "আহ্‌'কাফ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অধিকন্ত এইরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, উক্ত সূত্রে এই অঞ্চলটি "আহ্‌''কাফ" নামেই পরিচিত ছিল। বর্তমানেও আরবী মানচিত্রে এই এলাকা "আহ্‌'কাফ" নামেই উল্লেখ হইয়াছে। অনেকের মতে এই এলাকা বস্তুতঃ বালুকাময় মরুভূমি ছিল না। আল্লাহর গজবে দেশবাসী ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে এই দেশও ধ্বংস হইয়া ঘন ঘন বালুকাস্তূপবিশিষ্ট মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তিত অবস্থাদৃষ্টেই উহাকে আহ্‌কাফ বলা হইয়াছে।

আরব সাগরের উত্তর পারে অবস্থিত উপকূল এলাকা "হাজরামাওত" এবং আরব সাগর হইতে লোহিত সাগরের উৎপত্তিস্থলে ত্রিভুজ আকৃতির ভূখণ্ডের কোণে– লোহিত সাগরের পূর্ব পারে অবস্থিত "ইয়ামান" এবং সউদী আরব রাষ্ট্রের "নজ্‌দ" প্রদেশ এবং ওমান উপসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী (ছোট ছোট রাজ্যের একটি রাজ্য) "ওমান–" এই এলাকাসমূহের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি বিরাট মরু এলাকা আছে, যাহাকে বর্তমানে আরবী মানচিত্রে الربع الخالى (রবউলখালী) "জন শূন্য ভূখণ্ড" বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যাহার উত্তরে "নজ্‌দ" দক্ষিণে "হাজরামাওত", পশ্চিমে "ইয়ামান" পূর্বে ওমান রাজ্য।

বর্তমান এই মরু ভূখণ্ডের মধ্যেই আ'দ জাতির বসবাস ছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে, এই অঞ্চলটি পূর্ব হইতেই মরু অঞ্চল হইলেও পূর্বকালে উহার কোন কোন অংশ বিশেষতঃ "হাজরামাওত" ও "ইয়ামান" এলাকা সংলগ্ন অংশসমূহ যথেষ্ট উর্বর ছিল। আ'দ জাতির আবাদী সেখানেই ছিল। কতিপয় বিশিষ্ট তফসীরকার ইহাও লিখিয়াছেন যে, উক্ত সম্পূর্ণ মরু অঞ্চলটি আদি আমলে সবুজ বাগানরূপী উর্বর শস্য-শ্যামল ছিল, উহার কোন অংশই মরুভূমি ছিল না। আদ জাতির উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাজিল হওয়ার পর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেশও ধ্বংস হইয়া মরু অঞ্চলে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আজও উহা জনহীন মরু প্রান্তররূপেই বিদ্যমান আছে, এমনকি মানচিত্রেও সেই এলাকা "আহ্কাফ বা রবউল-খালী"– জনশূন্য মরু প্রান্তর নামেই পরিচিত রহিয়াছে।

আ'দ জাতির ইতিহাস পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। হযরত হুদ (আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহারা নাফরমানী করিয়াছিল, ফলে আল্লাহ তাআলার আযাবে তাহারা ধ্বংস হইয়াছিল। এই সবের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা ফরমাইয়াছেন–

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۔ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۔

আ'দ জাতির প্রতি তাহাদেরই বংশধর হুদকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি এক আল্লাহর এবাদত কর, তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য অন্য কেহ হইতে পারে না। তোমাদের অন্তরে কি ভয় আসে না?

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۔

কাফের নেতারা হুদকে বলিল, আমরা তোমার মধ্যে বুদ্ধিহীনতা দেখিতেছি– (একা সকলের বিরুদ্ধে চলিতেছ।) তদুপরি আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (তুমি যে, তোমার এই সব উক্তিকে ধর্মের নাম দিতেছ, আযাবের ভয় দেখাইতেছ– ইহা মিথ্যা।)

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ۔

হুদ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নহি। আমি সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার প্রেরিত রসূল (বার্তাবহ দূত)। আমি স্বীয় পরওয়ারদেগারের কথা বহন করিয়া তোমাদেরকে পৌছাই এবং আমি নিতান্ত খাঁটিভাবেই তোমাদের কল্যাণ মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۔ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

তোমাদেরই স্বজাতীয় একজন মানুষ মারফত তোমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশ-নিষেধসমূহ তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তোমাদের সতর্ক করিতে– ইহাতে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হইতেছ (এবং অমান্য করিতেছ)। স্বরণ কর, নূহ পয়গাম্বরের উম্মতকে– আল্লাহ কিরূপে তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়া তোমাদেকে তাহাদের পরে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক আকৃতিতে বর্ধিত ও বল-বীর্যে উন্নত করিয়াছেন। আল্লাহর এইসব নেয়ামত স্মরণে তাহার হক আদায় কর; ইহাতেই তোমাদের সাফল্য নিহিত।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔

তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে আসিয়াছ, যেন আমরা এক আল্লাহর বন্দেগী করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের মা'বুদগণকে ছাড়িয়া দেই? (আমরা তাহা করিব না।) তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাও ঐ আযাব নিয়া আস যদি সত্যবাদী হও।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ـ اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَآئُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ـ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ـ

হুদ বলিলেন, তোমাদের উপর তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে ক্রোধানল ও আযাব আসন্ন। তোমরা আমার সঙ্গে বিবাদ করিতেছ এরূপ উপাস্য দেবতাদের সম্পর্কে– যাহাদের (আদৌ বাস্তবতা নাই;) আছে কেবল নাম; যেই নামগুলি তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা গড়িয়া লইয়াছ। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহর তরফ হইতে কোন প্রমাণ আসে নাই। সুতরাং তোমরা আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা কর; আমিও তোমাদের সাথে তোমাদের উপর আযাব আসার অপেক্ষায় রহিলাম।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ـ

আল্লাহ বলেন, অতঃপর হুদ ও তাঁহার সঙ্গীদের নাজাত দিলাম আমার করুণায়। আর যাহারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল এবং ঈমান আনে নাই, তাহাদের সমূলে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

(পারা–৮ রুকু–১৬)

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ـ

আ'দ জাতির প্রতি তাহাদের বংশধর হুদকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি এই আহ্বান জানাইলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই। ইহার বিপরীত তোমরা যাহা বল সবই মিথ্যা।

يٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

হে আমার জাতি। এই আহ্বানকার্যে আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকট প্রতিদান পাইব। তোমরা আমার বক্তব্য অনুধাবন কর না কেন?

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ـ

হে আমার জাতি! তোমরা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁহর প্রতি রুজু হও; দেশে অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া তিনি তোমাদের দেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টি দিবেন এবং তোমাদেরকে অধিখ উন্নতি ও শক্তি দান করিবেন। আমার কথা অমান্য অগ্রাহ্য করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইও না।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

সেই লোকেরা বলিল, হে হুদ! তুমি আমাদের সম্মুখে কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিতে পার নাই। শুধু তোমার কথায় আমরা নিজেদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করিব না; আমরা তোমার কথা মানিব না।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرٰكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ـ

তোমার সম্পর্কে আমাদের ধারণা– আমাদের কোন দেবতা তোমাকে অভিশাপ দিয়াছে (ফলে তুমি মাথাখারাপ হইয়া আবোল-তাবোল বলিতেছ)।

قَالَ اِنِّىْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَاتُنْظِرُوْنَ ـ

হুদ (আঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইয়া বলি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকিও, তোমরা যেসব জিনিসকে আল্লাহর শরীক বানাইতেছ, সেইসব হইতে আমি সম্পর্কহীন। (এই দেবতারা কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে পারে সেই ধারণা আমার নাই।) আল্লাহ ছাড়া তোমরা একত্রে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ـ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখি, যিনি আমার এবং তোমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা; দুনিয়ার সমস্ত জীবন তাঁহারই করতলগত। সত্য ও সোজা পথেই আমার পরওয়ারদেগারকে পাওয়া যায়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ـ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ـ

তোমরা যদি আমাকে অমান্য কর তবে তোমরাই অপরাধী হইবে; আমি কর্তব্য পালন করিয়াছি– তোমাদের নিকট পৌছাইয়াছি যাহা পৌছাইবার জন্য আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত। (সংশোধন না হইলে তোমরা ধ্বংস হইবে) এবং আমার প্রভু তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন জাতি সৃষ্টি করিবেন। তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমার প্রভু সব কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন। (আল্লাহ বলেন–)

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ـ

যখন আমার গজবের আদেশ তাহাদের উপর আসিল, তখন হুদ ও তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে আমার রহমতের দ্বারা রক্ষা করিলাম এবং আমি তাঁহাদিগকে আখেরাতের ভীষণ আযাব হইতেও বাঁচাইলাম।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ـ

এই আদ জাতি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিদর্শনসমূহ অমান্য করিয়াছিল, তাঁহার প্রেরিত রসূলগণের নাফরমানী করিয়াছিল এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অবজ্ঞাকারী বিদ্রোহীদের কথায় সাড়া দিয়াছিল।

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلاَ اِنَّ عَاداً كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلاَ بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ـ

তার ফলে তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিল লানত অভিশাপ এই দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে। বাস্তবিকই আ'দ জাতি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার বিরোধিতা করিয়াছিল, ফলে হুদ আলাইহিস সালামের বংশ– সেই আ'দ জাতি ধ্বংস কবলিত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। (সূরা হুদ ঃ পারা– ১২ রুকু– ৫)

كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ ـ اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আ'দ জাতি রসূলগণ কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছিল। যখন তাহাদের স্বজাতীয় নবী হুদ তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি খোদাকে ভয় কর না? আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত খাঁটি ও শুভাকাঙ্ক্ষী রসূল; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মানিয়া চল। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। একমাত্র আমার পরওয়ারদেগারের নিকটই আমার প্রতিদান গচ্ছিত রহিয়াছে।

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ـ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ـ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِىْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ـ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ـ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

(খোদাভীরুতা তোমাদের নাই; আছে শুধু ভোগ-বিলাস, বৃথা দম্ভ ও ক্ষমতার উন্মত্ততা, তাই) অপব্যয় করতঃ সুউচ্চ স্থানে ইমারত বানাইয়া থাক (নামের জন্য– প্রয়োজন ছাড়া। এবং এরূপ দালান-কোঠা তৈয়ার কর যে,) মনে হয় তোমরা দুনিয়ায় চিরস্থায়ী। আর কাহারও প্রতি ক্ষমতা দেখাইতে ভয়ঙ্কর কঠোরতা অবলম্বন কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মানিয়া চল। ভয়-ভক্তি কর সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরকে বহু উন্নতি দিয়াছেন। যাহা তোমরা অবগত আছ (–ধনে-জনে, মানে সম্ভ্রমে)। আরও উন্নতি দিয়াছেন তোমাদিগকে পশুপালের ও প্রবাহমান ঝরণাসমূহের দ্বারা; আমি আশঙ্কা করি তোমাদের উপর এক ভীষণ দিনের আযাবের।

قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ ـ اِنْ هٰذَا اِلاَّ خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ـ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ـ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তোমার ওয়াজ-নসীহত করা না করা উভয় আমাদের কাছে সমান। (আমরা তোমার কথায় প্রভাবিত হইব না। তুমি যে নবী হওয়ার দাবী কর এবং ওয়াজ শুনাও,) পুরাতন লোকদের ইহা চিরাচরিত স্বভাব। বস্তুতঃ আমাদের উপর কোন আযাব আসিবে না। ফলকথা, তাহারা হুদকে মিথ্যাবাদী বলিল, পরিণামে তাহাদেরকে ধ্বংস করিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বড় শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও (মক্কাবাসীদের) অধিকাংশই ঈমান আনিতেছে না। (সূরা শোআরা– পারা–১৯; রুকু– ১১)

আ'দ জাতির ধ্বংস

হুদ (আঃ) আ'দ জাতিকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবার জন্য দীর্ঘকাল আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বিরোধিতাই করিল, যাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লিখিত আয়াতসমূহে রহিয়াছে। ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার আযাব ও গজব আসিল, যাহাতে সমগ্র আ'দ জাতি ভূপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং তাহাদের সমগ্র দেশ জনশূন্য বালুকাময় মরু অঞ্চলে পরিণত হইয়া গেল। এমনকি আজও

তাহা সেই অবস্থায়ই পতিত রহিয়াছে।

আ'দ জাতির উপর যে আযাব আসিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রথমতঃ দীর্ঘকাল তাহারা অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষের কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। অতঃপর একদিন তাহারা তাহাদের বস্তির দিকে ঘন কাল মেঘপুঞ্জ উড়িয়া আসিতে দেখিয়া তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, এই ত আমাদের দেশের প্রতি মেঘমালা উড়িয়া আসিতেছে; এখনই আমাদের বস্তিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ উহা পানিবাহক মেঘমালা ছিল না, বরং ছিল তাহাদের জন্য সর্ববিধ্বংসী ভয়াবহ ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিবাত্যার পূর্বাভাস। তথায় সাত রাত আট দিন পর্যন্ত ঘূর্ণিবাত্যার ধ্বংসলীলা চলিল। সেই ঘূর্ণিবাত্যা আ'দ জাতির প্রতিটি প্রাণীকে পাহাড়-পর্বতের গায়ে আছড়াইয়া এবং উর্ধ্ব হইতে নিম্নে ভীষণভাবে নিক্ষিপ্ত করিয়া ধ্বংস করিয়া দিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আ'দ জাতির মানুষ ও পশুগুলি ঘূর্ণিবাত্যার সহিত ভূমি হইতে উর্ধ্বে খড় কুটার ন্যায় বাতাসের সহিত উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। ফলে সেই মানুষ ও পশুগুলির একটি প্রাণীও বাঁচিল না। একমাত্র হুদ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী মোমিনগণ (যাহাদের সর্বশেষ সংখ্যা চারি হাজার ছিল;) আল্লাহ তাআলার রহতে রক্ষা পাইলেন। তাঁহারা সকলে এক স্থানে একত্রিত হইয়া নির্বিঘ্নে রহিলেন। ঘূর্ণিবাত্যার ধ্বংসলীলা সেখানে পৌছিল না। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এই আযাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে–

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرْ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرْ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ـ

আ'দ জাতি নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, ফলে তাহাদের উপর কিরূপ হইয়াছিল আমার আযাব ও সতর্কীকরণের ফল? আমি তাহাদের উপর পাঠাইয়াছিলাম প্রবল বেগের ঝঞ্ঝা বায়ু, ঘূর্ণবাত্যা এক অশুভ অবস্থার দিনে– যাহার প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপর চিরস্থায়ী হইয়া গেল। সেই ঘূর্ণিবাত্যা মানুষগুলিকে উপরে উঠাইয়া ভীষণ জোরে নিক্ষেপ করিল; (ফলে আ'দ জাতির লোকদের দীর্ঘদেহী লাশগুলি বিক্ষিপ্তাকারে পড়িয়া রহিল) যেন তাহারা সমূলে উৎপাটিত খের্জুর বৃক্ষের কাণ্ডগুলি। (সূরা কামার ঃ পারা– ২৭; রুকু– ৮)

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ـ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ـ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ـ

আর আ'দ জাতির বিনাশ ঘটিয়াছিল সীমা অতিক্রমকারী প্রবল বেগের প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা দ্বারা। সেই ঘূর্ণিবাত্যাকে আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন সাত রাত আট দিন অবিচ্ছিন্নভাবে। ফলে সেই বংশধরদের অবস্থা এমন হইয়া গেল যে, তাহারা যেন বিধ্বস্ত খেজুর গাছের কাণ্ড। তাহাদের কেহ অবশিষ্ট থাকিল কি? (পারা– ২৯; রুকু– ৫)

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ـ مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ـ

তোমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে আ'দ জাতির ঘটনার মধ্যে– আমি পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের উপর এক (বিধ্বস্তকারী) মঙ্গলবিহীন ঝঞ্ঝা; উহা যেকোন বস্তুর উপর বহিল উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। (সূরা আহকাফঃ পারা– ২৬; রুকু– ২)

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۔ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۔

আ'দ বংশের নবীর ঘটনা লক্ষ্য কর– যখন তিনি স্বীয় জাতিকে সতর্ক করিয়াছিলেন যাহারা আহ্কাফ অঞ্চলে বাস করিত। পূর্বাপর আরও অনেক সতর্ককরীর আবির্ভাব হইয়াছিল সেই গোত্রে। (তাহাদের প্রতি সকলের এই কথাই ছিল,) যে, তোমরা এক আল্লাহরই বন্দেগী কর (অন্যথায়) তোমাদের উপর আমি ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔

তাহারা বলিল, তুমি কি আসিয়াছ আমাদিগকে আমাদের পূজনীয় মাবূদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে? (তোমার কথা মানি না;) তুমি যে আযাবের ভয় দেখাও উহা আমাদের উপর নিয়া আস; যদি তুমি সত্যবাদী হও।

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۔

নবী বলিলেন, (আযাব আসিবে নিশ্চয়; তাহার সময়) একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি ত তোমাদেরকে ঐ বিষয়ই পৌঁছাই যাহার বাহকরূপে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে; কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা অজ্ঞতারই পরিচয় দিতেছ।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔

অতঃপর যখন তাহারা দেখিল, একখণ্ড মেঘ তাহাদের বস্তির প্রতি অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহারা বলিল, এই ত মেঘমালা আসিতেছে, আমাদিগকে বৃষ্টি দিবে। (আল্লাহ বলেন, না, না-) বরং ইহা হইতেছে সেই আযাব যাহার দ্রুত আগমন তোমরা কামনা করিতে, ইহা হইতেছে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিবাত্যা, যাহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাবে পরিপূর্ণ।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۔

সেই ঘূর্ণিবাত্যা সব কিছু বিধ্বস্ত করিবে প্রভুর আদেশে। ফলে আ'দ জাতি এরূপ ধ্বংস হইল যে, তাহাদের পাকা-পোক্তা ঘর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত কোন (প্রাণীর) চিহ্নও বাকী রহিল না। এই ধরনের অপরাধীগণকে আমি এমন শাস্তিই দিয়া থাকি। (পারা– ২৬ ; রুকু– ৩)

আ'দ জাতির ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ

৩নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে "আ'দ জাতির" ঘটনার মধ্যে । ৪ নম্বরে বর্ণিত আয়াতসমূহের পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা সংক্ষেপে সেই শিক্ষণীয় বিষয়ের ইঙ্গিতে বলেন-

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً فَمَآ اَغْنٰى

عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِؤُوْنَ -

"আদ জাতিকে (ধনবল, জনবল, বাহুবল, দৈহিক বিক্রম ও বিশালতাপূর্ণ) যেরূপ সমর্থ আমি দিয়াছিলাম, তোমাদিগকে সেরূপ দেই নাই এবং তাহাদিগকে কান, চোখ, বিবেক-বুদ্ধি সবই দিয়াছিলাম। যেহেতু তাহারা আল্লাহর কথায় কর্ণপাত করিত না, তাই তাহদের কান, চোখ ও বিবেক বুদ্ধি কোনটারই কিছুমাত্র সাহায্য তাহারা পাইল না এবং যেই আযাবের সংবাদে তাহারা বিদ্রূপ করিয়া থাকিত, সেই আযাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল। (শ্রবণ-শক্তির দ্বারা সরাসরি বা যন্ত্রের সাহায্যে সংকেত শুনিয়া অথবা দর্শন-শক্তির দ্বারা সরাসরি বা যন্ত্রের সাহায্যে পূর্বাভাস দেখিয়া কিম্বা বুদ্ধির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক উপায় ও কৌশল অবলম্বনে আযাব ঠেকাইবার কোন ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারিল না।)

(আ'দ জাতির এলাকাকে ধ্বংস করার ন্যায়) তোমাদের পার্শ্ববর্তী আরও অনেক এলাকা আমি ধ্বংস করিয়াছি; তাহাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে পুনঃ পুনঃ আমার কুদরতের নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম যেন তাহারা (আল্লাহ বিরোধী গতি হইতে) ফিরিয়া আসে।

হযরত সালেহ (আঃ)

"সামুদ" জাতির বংশে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের জন্ম এবং তিনি সেই জাতির প্রতিই পয়গম্বর নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

সামুদ জাতির বাসস্থান সম্পর্কে কোরআন ও হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে। সূরা ফাজরে উল্লেখ আছে, وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ " এবং (কি ভয়ঙ্কররূপে ধ্বংস করিয়াছেন আল্লাহ তাআলা) সামুদ জাতিকে, যাহারা নিজ বসবাসের জন্য "ওয়াদিল কুরা" নামক এলাকায় (পাহাড়-পর্বতের ভিতরে ও গায়ে) পাথর কাটিয়া (সুরম্য অট্টালিকাদি তৈয়ার করিয়া) ছিল।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সামুদ জাতির আবাসস্থল "ওয়াদি" ছিল। তফসীরকারগণ ইহাকে "ওয়াদিল কুরা" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। আরব ভূখণ্ডের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আকাবা উপসাগরের পূর্ব উপকূল হইতে পূর্ব-দক্ষিণে হেজায এবং সিরিয়ার মধ্যস্থলে উক্ত এলাকা অবস্থিত।

এই এলাকারই একটি প্রধান শহর তথা রাজধানীর নাম ছিল حجر "হে'জর"। এই সূত্রেই পবিত্র কোরআনে সামুদ জাতিকে اصحاب الحجر আসহাবুল হেজ্‌র– হেজ্‌রবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্তমানে আরবী মানচিত্রে এই এলাকাকে مدائن صالح 'মাদায়েনে সালেহ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহার অর্থ "সালেহ-এর বস্তিসমূহ" প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এই নামটির সঙ্গতি সুস্পষ্ট।

এই এলাকাটি হেজায ও সিরিয়ার মধ্যে মদীনা মোনাওয়ারা হইতে উত্তর দিকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার তথা ১৮০ ইংরেজী মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। হেজায্ হইতে সিরিয়ার দিকে সাধারণ পথ এই এলাকা দিয়াই অগ্রসর হইয়াছে।

সিরিয়ার পথে আগন্তুক আক্রমণকারী এক শত্রু দলকে বাধা প্রদানের উদ্দেশে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সিরিয়াস্থিত "তবুক" নামক স্থান পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেন; সেই অভিযান ইতিহাসে "তবুক অভিযান" নামে অভিহিত এবং সেই তবুক "মদীনা" হইতে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার ইংরেজী ৪৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই অভিযান পথে এই সামুদ জাতির এলাকা হেজর অঞ্চল দিয়াই পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐ এলাকা অতিক্রম করার কালে হযরত (সঃ) স্বীয় সঙ্গীগণকে বিশেষভাবে নির্দেশ দান

করিয়াছিলেন, এই এলাকার একটি কুপ ব্যতীত অন্য কূপের পানি কেহ ব্যবহার করিবে না, ঐরূপ পানি দ্বারা ভিজান রুটি তৈয়ারীর আটা ফেলিয়া দিবে, ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্রুতবেগে এই এলাকা অতিক্রম করিয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ডে তবুকের বয়ানে বর্ণিত হইয়াছে।

"সামুদ" জাতির উৎপত্তি "সামুদ" নামক এক ব্যক্তি হইতে। এই লোকটির বংশ তালিকায় ঐতিহাসিকগণের মতভেদ আছে। একদল ঐতিহাসিক বলেন, সামুদ পিতা– আবের পিতা– এরাম পিতা– সাম পিতা নূহ (আঃ)। অপর দল বলেন, সামুদ পিতা– আ'দ, পিতা– আছ, পিতা– এরাম, পিতা- সাম, পিতা– নূহ (আঃ)।

প্রথম মতে আ'দ এবং সামুদ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি জাতি, অবশ্য উভয় জাতির সংযোগস্থল হয়রত নূহের পৌত্র "এরাম"। এরামের এক পুত্র ছিল "আছ", তাহার পুত্র আ'দ, সে-ই হইল আ'দ জাতির আদি পিতা। এরামের আর এক পুত্র ছিল "আবের", তাহার পুত্র "সামুদ", সেই হইল সামুদ জাতির পিতা।

(তফসীরে বয়ানুল কোরআন– সূরা ওয়াল ফাজ্‌র দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় মত হিসাবে সামুদ জাতি আ'দ জাতিরই শাখা এমনকি, এই মতের পক্ষপাতী ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আ'দ জাতি যখন আল্লাহ তাআলার গজবে ধ্বংস হইয়াছিল তখন তাহাদের নবী হযরত হুদ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীয় মোমেনগণ পূর্ণরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আ'দ জাতির রক্ষাপ্রাপ্ত সেই মুষ্টিমেয় অবশিষ্টাংশই কালে সামুদ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

কালের পরিবর্তনে যখন সামুদ জাতি পৌত্তলিকতায় এবং এক খোদার বন্দেগী তথা তৌহীদ ত্যাগ করতঃ মূর্তি পূজায় লিপ্ত হইল, তখন হযরত সালেহ্ (আঃ) তাহাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর মনোনীত হইলেন। জাতি তাঁহার ডাকে সাড়া দিল না, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, ফলে তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব আসিল। ভয়ঙ্কর বজ্রপাত, ভীষণ ভূকম্পন ও বিকট গর্জনে সমস্ত জাতি ধ্বংস হইয়া গেল। রক্ষা পাইলেন শুধু হযরত সালেহ্ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গী মোমেন দল।

সামুদ জতির ধ্বংসের কাহিনী

সামুদ বংশীয় লোকগণ যখন স্বীয় পয়গম্বর হযরত সালেহ্ আলাইহিস সালামের প্রতি অবজ্ঞা ও বিরোধিতায় লিপ্ত থাকিল; তাহাদের সংশোধনের আশা রহিল না, তখন তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব আসন্ন হইয়া উঠিল।

তাহারা একদিন হযরত সালেহ (আঃ)-কে বলিল, আপনি যদি এই পাড়াড়ের পাথর হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইতে পারেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। হযরত সালেহ (আঃ) তাহাদের ঈমানের প্রতি অত্যধিক অনুরাগী ছিলেন: তিনি তাহাদের এই স্বীকারোক্তিকে বিশেষ সুযোগ মনে করিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উঠাইলেন এবং তাহাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী পাহাড়ের পাথর হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইবার দোয়া করিলেন। দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হইল। তৎক্ষণাত জনসমক্ষে পাহাড়ের একটি পাথরে কম্পন দৃষ্ট হইল এবং উহা ফাটিয়া একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল, অনতিবিলম্বেই উহার একটি বাচ্চা প্রসব হইল।

কিন্তু দুষ্ট কাফেররা নিজেদের স্বীকারোক্তি হইতে ফিরিয়া গেল, বস্তুতঃ ঐ স্বীকারোক্তি শুধু তাহাদের মৌখিক মুনাফেকী ছিল, অন্তরে তাহার কোন স্থান ছিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল, দাবী পূরণও করিতে পারিবে না, আমাদের ঈমানও আনিতে হইবে না। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ধৈর্য তাহাদিগকে বাঁচাইয়া নিতে লাগিল। এখনও গযব নাযিল হইল না, কিন্তু সেই উটটি ছিল অসাধারণ দেহবিশিষ্ট এবং

উহার পানাহারও ছিল অসাধারণ। মাঠের সমস্ত ঘাস, কূপের সমস্ত পানি সে একাই গ্রাস করিয়া ফেলিত। দেশের পশুপাল ইহাকে দেখিলেই ছুটিয়া পালাইত। এইসব কারণে দেশবাসী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল এবং নানারূপ অসদুপায় অবলম্বনের পরামর্শ করিতে লাগিল। এখনও আল্লাহ তাআলার ধৈর্য তাহাদের পক্ষে রক্ষাকবচের কাজ করিতেছিল। হযরত সালেহ (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই উটটি তোমাদের বাঁচন-মরণ পরীক্ষার বস্তু। খবরদার! তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিও না, অন্যথায় আল্লাহ তাআলার গযব নামিয়া আসিবে। হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে তাহাদিগকে একটি সুপন্থা বাতলাইয়া দিলেন যে, পালাক্রমে একদিন আল্লাহ তাআলার উটটিকে আবদ্ধ রাখা হইবে। ঐ দিন তোমাদের পশুপাল অবাধে চলিয়া পানাহার করিবে। আর একদিন তোমরা তোমাদের পশুপালের ব্যবস্থা নিজ নিজ গৃহে করিয়া নিবে। ঐ দিন এই উটটি একা পানাহার করিয়া বেড়াইবে এইরূপে উভয় পক্ষের কার্য সমাধা করা হউক।

তাহারা নিজেরাই যে জিনিস চাহিয়া লইয়াছিল, কষ্ট-ক্লেশ হইলেও উহার বোঝা বহন করা তাহাদের কর্তব্য ছিল; কিন্তু যাহারা স্বীয় প্রভু আল্লাহ ও তাঁহার প্রতিনিধি রসূলেরই কোন ধার ধারে না, তাহারা ন্যায়-অন্যায়ের ও বুদ্ধি-বিবেকের ধার কি ধারিবে? তাহারা ঐ ব্যবস্থায়ও সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা নিজেদের গোমরাহ দিকভ্রষ্ট বিবেকের দ্বারাই পরিচালিত হইল। সকলের পরামর্শে তাহারা উটটিকে উহার বাচ্চাসহ জবাই করিয়া খাইয়া ফেলিল।

তাহাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই ছিল না বরং তাহারা সালেহ (আঃ)-কে সপরিবারে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, আল্লাহ তাহাদিগকে সেই অবকাশ দিলেন না; তৎপূর্বেই ভীষণ ভূকম্পন এবং জিব্রাঈল ফেরেশতার এক কলিজা বিদীর্ণকারী প্রচণ্ড গর্জন দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন। মুহূর্তে সারা দেশ নীরব নিস্তব্ধ জনশূন্য হইয়া গেল। সালেহ (আঃ) মোমেনগণসহ রক্ষা পাইলেন। তিনি দেশবাসীর পরিণতিতে অনুতপ্ত হইলেন এবং ঐ দেশ ত্যাগ করত: সিরিয়ায় বা মক্কা নগরীতে চলিয়া আসিলেন। পবিত্র কোরআনে সামুদ জাতির ইতিহাস নিম্নরূপ–

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۔ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۔ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔

সামুদ জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদেরই স্বজাতি সালেহকে। তিনি তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী কর; তিনি ভিন্ন কোন মাবুদ তোমাদের নাই। আমি তাঁহার পয়গম্বর; আমার সত্যতা প্রমাণে তোমাদের সেই প্রভুর তরফ হইতে উজ্জ্বল নিদর্শন তোমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে– এই নাও (তোমাদেরই ফরমায়েশ অনুযায়ী) আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত উষ্ট্রী; আমার সত্যতার নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহর যমীনে মুক্তভাবে চরিয়া বেড়াইতে দিও, কোন অনিষ্টের উদ্দেশে ইহাকে ছুঁইবাও না, অন্যথায় ভীষণ আযাব তোমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۔ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۔

সালেহ (আঃ) আরও বলিলেন, তোমরা স্মরণ কর, আল্লাহ আ'দ জাতিকে ধ্বংস করিয়া তাহাদের পরে তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তেমরা নরম যমীনের উপর সুরম্য অট্টালিকাদি তৈয়ারী করিতেছ

এবং পাহাড় চাঁছিয়া-ছিলিয়া গৃহও নির্মাণ করিতেছ। আল্লাহর এত নেয়ামত স্মরণ রাখিয়া হক আদায় করিয়া) চল এবং দেশে বিপর্যয় ঘটাইয়া বেড়াইও না।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ـ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ـ

তাহাদের মধ্যকার অহঙ্কার ও গর্বে গর্বিত সর্দার দল উৎপীড়িত (ধনে-জনে) দুর্বল মোমেনদিগকে বলিল, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ তাঁহার প্রভুর তরফ হইতে রসূল হইয়া আসিয়াছে? মোমেনগণ বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয় আমরা তাঁহাকে যেসব আদর্শ দেওয়া হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়া নিয়াছি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِيْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ـ فَعَقَرُوْا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

সেই অহঙ্কারী সর্দারগণ বলিল, তোমরা যাহা বিশ্বাস করিয়াছ উহা আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না। অতঃপর তাহারা ঐ উটটিকে মারিয়া ফেলিল এবং ঔদ্ধত্য দেখাইয়া বলিল, হে সালেহ! আমাদের যেই আযাবের ভয় দেখাও উহা আমাদের উপর নিয়া আস যাদি বস্তুতই তুমি রসূল হইয়া থাক।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ـ

ফলে ভীষণ ভূকম্পন তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং তাহারা নিজ নিজ গৃহে অধঃমুখে মরা অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ـ

(সালেহ আঃ) এবং মোমেনগণ রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ দেশ ত্যাগ করিলেন।) দেশ ত্যাগকালে সালেহ (আঃ) আক্ষেপপূর্বক বলিলেন, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের আমার প্রভুর প্রেরিত সব কিছু পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা মঙ্গলকামী দলকে পছন্দই কর নাই। (সূরা আ'রাফঃ পারা- ৮;রুকু-১৭)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ـ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ـ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ـ

সামুদ জাতির প্রতি তাহাদেরই বংশীয় সালেহকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত কেহই তোমাদের মাবুদ হইতে পারে না। তিনিই তোমাদেরকে মাটি হইতে পয়দা করিয়াছেন এবং তাহাতে আবাদ করিয়াছেন; (তাঁহাকে ছাড়িয়া মহাপাপ করিয়াছ;) অতএব তাঁহার দরবারে ক্ষমা চাও এবং তাঁহার প্রতি ফিরিয়া আস। নিশ্চয় আমার প্রভু দূরে নহেন, তিনি প্রার্থনা কবুল করিবেন।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا ـ اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ـ

তাহারা বলিল, হে সালেহ! তোমার দ্বারা ত আমরা দেশের উন্নতি আশা করিতেছিলাম; তুমি দেখি আমাদিগকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদগণের পূজা করিতে নিষেধ কর (এবং নূতন ধর্মের আহবান জানাইতেছ)! তুমি যেই মতবাদের প্রতি ডাকিতেছ উহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস মোটেই নাই। (তুমি আমাদের মতবাদে চলিয়া আস।)

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۔ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۔

সালেহ বলিলেন, হে আমার জাতি! বল দেখি, আমি যদি আমার পরওয়ারদেগার প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে স্বীয় রহমত ভাজন করিয়া থাকেন, এমতাবস্থায় যদি আমি পরওয়ারদেগারের নাফরমানী করি তবে আমাকে আল্লাহর আযাব হইতে কে রক্ষা করিতে পারিবে? সুতরাং তোমাদের পরামর্শ আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করিবে।

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۔

হে আমার জাতি! আল্লাহ প্রদত্ত উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য আমার সত্যতার প্রমাণ। অতএব ইহাকে আল্লাহর যমীনে (গোচারণ ভূমিতে) অবাধে চরিতে দাও। খবরদার! অনিষ্টের ইচ্ছায় উহাকে স্পর্শও করিও না, অন্যথায় আশু আযাবে তোমরা আক্রান্ত হইবে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۔ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۔

তাহারা (এই কথায় কর্ণপাত করিল না-) উষ্ট্রীকে মারিয়া ফেলিল। সালেহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা মাত্র তিন দিন নিজ নিজ গৃহে ভোগ-বিলাস করিয়া নাও (চতুর্থ দিনই তোমাদের উপর আযাব আসিবে) এই নির্ধারণের ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ ۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ۔

অতপর যখন উপস্থিত হইল আমার আযাবের নির্দেশ, তখন সালেহ এবং তাঁহার সঙ্গী মোমেনগণকে বাঁচাইয়া নিলাম নিজ রহমতের দ্বারা এবং সেই দিনের জিল্লতী হইতে রক্ষা করিলাম। নিশ্চয় তোমার প্রভুই একমাত্র সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۔ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۔

আর প্রচণ্ড গর্জন আক্রমণ করিল স্বৈরাচারীদেরকে, ফলে তাহারা অধঃমুখে পতিত হইয়া মরিয়া রহিল। মুহূর্তে সারা দেশ নীরব-নিস্তব্ধ হইয়া গেল; যেন ঐ দেশে তাহাদের বসবাস ছিলই না।

اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ۔

হে বিশ্বাসী। জানিয়া রাখ- সামুদ জাতি তাহাদের পরওয়ারদেগারের কুফরী (তথা আদেশ অমান্য) করিয়াছিল। জানিয়া রাখ -(ইহারই ফলে) তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। (পারা- ১২; রুকু- ৬)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۔ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

সামুদ জাতি রসূলগণের আদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। যখন তাহাদেরই বংশীয় সালেহ (আঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করিয়া সংযত হইবে না? আমি তোমাদের প্রতি সত্য রসূলরূপে আসিয়াছি। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান। আমি তোমাদের নিকট সত্য প্রচারের আজুরা চাই না, আমার আজুরা একমাত্র সারা জাহানের প্রভুর নিকট।

اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ وَزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ـ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ـ

তোমাদেরকে কি চিরস্থায়ীরূপে ভোগ-বিলাসে ছাড়িয়া রাখা হইবে এই বাগ-বাগিচায় এবং প্রবাহমান ঝরণাসমূহে, মনোরম শস্য-শ্যামল পরিবেশে এবং ঘন গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে, আর পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া তোমরা বানাইতে থাকিবে প্রাসাদ-অট্টালিকা অহংকার ও গর্বে মাতিয়া? (এই আরাম-আয়েশ, গর্ব-অহঙ্কার অচিরেই শেষ হইয়া যাইবে।)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ـ وَلاَ تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ ـ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আমার কথা মান। আর যেসব সীমালঙ্ঘনকারী লোক দুনিয়ায় বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে অভ্যস্ত যাহাদের দ্বারা কোন সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ হয় না, তাহাদের কথায় সাড়া দিও না।

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ـ مَا اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ـ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, আর কিছু নহে তোমার উপর কেহ জাদু চালাইয়াছে ; (সেই আছরে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাই তুমি রসূল হইবার দাবী কর; নতুবা) তুমি ত আমাদেরই মত একজন মানুষ। আচ্ছা, যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ পেশ কর।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

সালেহ (আঃ) বলিলেন, এই নাও তোমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক উট– ইহার জন্য কূপের পানি একদিন থাকিবে, আর তোমাদের পশুর জন্য নির্ধারিত একদিন থাকিবে। খবরদার! অনিষ্ট সাধনে ইহাকে স্পর্শও করিও না, নতুবা কঠিন দিনের আযাব তোমাদেরকে গ্রাস করিবে।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ـ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ

অতঃপর তাহারা ঐ উটকে মারিয়া ফেলিল। পরে ভয়ে অনুতপ্তও হইল, কিন্তু আযাব তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া নিল। নিশ্চয় এই ঘটনায়। উপদেশের বড় নিদর্শন রহিয়াছে। (পারা– ১৯; রুকু– ১২)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ ـ

সামুদ জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে এই নির্দেশ দিয়া যে, তোমরা এক

আল্লাহর এবাদত কর। তাহারা এই আহবানে সাড়া দিল না দুই দলে বিভক্ত হইয়া, (অমান্যকারীরা মান্যকারীদের বিরুদ্ধে) ঝগড়া বাঁধাইয়া দিল। (অমান্যকারীরা এইরূপও বলিল যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে বিপক্ষদের উপর আযাব আন)

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۔ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۔

সালেহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! কল্যাণ চাহিবার আগেই অকল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছ কেন? (ইহাতে আশ্চর্যের বিষয়) তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও না কেন যাহাতে রহমত লাভ করিবে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۔ قَالَ طٰئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۔

তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীগণকে অশুভ গণ্য করি (তোমাদের দরুন দেশে অনৈক্য আসিয়াছে)। সালেহ (আঃ) বলিলেন, অশুভের কারণ (কাহারা তাহা) আল্লাহ তাআলার জানা আছে। (তোমাদের কার্যের ফল শুধু অনৈক্য অশুভেরই নহে,) বরং এর দরুন তোমরা আযাবে আক্রান্ত হইবে।

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۔ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مُهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۔

ঐ দেশে নয় জন লোক ছিল যাহারা কেবল ফেত্না-ফাছাদ ঘটাইত কোন ভাল কাজ করিত না। তাহারা সালেহ্ (আঃ)-কে তাঁহার পরিবারবর্গসহ হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়া পরস্পর স্থির করিল যে, আস আমরা সকলে আল্লাহর নামে কসম খাই যে, রাত্রিবেলা আমরা সালেহ এবং তাহার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিব। তারপর তাহার দাবীদারকে বলিয়া দিব, আমরা তোমার লোকের হত্যায় উপস্থিত ছিলাম না। আমরা সত্যই বলিতেছি।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) সালেহ ও তাঁহার দলকে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র তাহারা করিল; আমিও ঐ ষড়যন্ত্র বানচালের গোপন কৌশল করিলাম, তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতেছিল না। চোখ খুলিয়া দেখ, তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি হইয়াছিল! নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের জাতিকে এক সঙ্গে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ۔ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۔ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۔

বিশ্ববাসীর দৃষ্টিগোচরে রহিয়াছে সেই সামুদ জাতির ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ যেসব তাহাদের স্বৈরাচারিতার দরুন ধ্বংস হইয়াছিল। নিশ্চয় এই ঘটনায় উপদেশের নিদর্শন আছে বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য। আর এই ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম ঐ দলকে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল ও আল্লাহকে ভয় করিয়া সংযত হইয়া চলিত। (পারা–১৯; রুকু–১৯)

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ـ

আর "সামুদ" জাতি, যাহারা ছিল এক প্রগতিশীল ও উন্নয়নশীল জাতি, তাহাদিগকে আমি সৎপথ দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সৎপথে চলার পরিবর্তে ইহা হইতে চক্ষু বন্ধ রাখার এবং অসৎ পথে চলার রীতি অবলম্বন করিল। ফলে জিল্লতীর আযাবের ভীষণ গর্জন তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিল তাহাদেরই কর্মদোষে। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহর ভয়-ভক্তি ও ঈমান অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম। (পারা- ২৪; রুকু- ১৬)

وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ـ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ـ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ـ

হে বিশ্ববাসী! সামুদ জাতির ইতিহাসে তোমাদের জন্য বড় উপদেশ রহিয়াছে। যখন তাহাদিগকে (ভীতি প্রদর্শনে) বলা হইল, মাত্র কয়েকটি দিন ভোগ-বিলাস করিয়া নাও, (তোমাদের দুষ্কর্মে তোমাদের ধ্বংস আসন্ন)। তাহারা সংযত হইল না স্বীয় প্রভুর নির্দেশাবলী হইতে ঘাড় মুড়িয়া নিল, উহার ধ্বংসলীলা তাহারা দেখিতেছিল, কিন্তু পালাইবার সামর্থ তাহাদের হইল না এবং কাহারও সাহায্যও তাহারা পাইল না।

(পারা- ২৭; রুকু-১)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ـ فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ اِنَّا اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ـ ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ـ

সামুদ জাতি সব সতর্ককারীকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, এমনকি তাহাদের নবী সম্পর্কে বলিয়াছিল, আমাদের মধ্যকারই একজন মানুষ, আমরা তাহার তাবেদারী করিব? তাহা হইলে ত আমরা বিভ্রান্ত ও মস্তিষ্ক বিকৃত সাব্যস্ত হইব। আমাদের সকলকে বাদ দিয়া একমাত্র ঐ লোকটার প্রতিই অহী আসিল? (বস্তুতঃ অহী আসে নাই,) বরং সে মহা মিথ্যুক, নিজকে বড় বানাইতে চায়।

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ـ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ـ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ـ

(আল্লাহ বলেন,) অচিরেই তাহারা উপলব্ধি করিবে কে মিথ্যাবাদী আত্মম্ভরী। আমি তাহাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠাইলাম। হে সালেহ! আপনি ধৈর্য ধরুন, তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে থাকুন এবং তাহাদের বলিয়া দিন, কূপের পানি তাহাদের পশুপাল ও এই উষ্ট্রীর মধ্যে পালাক্রমে বণ্টিত হইবে। প্রত্যেক পক্ষ নিজ পালার দিন পানি পানে উপস্থিত হইবে।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ـ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ـ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ـ

কিন্তু তাহারা (ঐ বণ্টনে সন্তুষ্ট হইল না এবং সব নির্দেশ ও সতর্কবাণীর বিরুদ্ধে "কোদার" নামক) নিজেদের লোকটিকে ডাকিল। সে উষ্ট্রীটির উপর হাত চালাইল এবং উহাকে মারিয়া ফেলিল। ফলে আমার আযাব ও সতর্কবাণীর বাস্তবতা তাহাদের পক্ষে কী ভীষণ হইল? আমি তাহাদের উপর পাঠাইয়া দিলাম এক

প্রচণ্ড নিনাদ; যাহার ফলে মুহূর্তে তাহারা শুষ্ক ডালার চূর্ণ-বিচূর্ণ পত্রাবশেষের মত ধ্বংস হইল।

(পারা-২৭; রুকু- ৯)

اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ ـ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ـ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ـ

অবশ্যম্ভাবী বস্তু, কি ভীষণ হইবে সেই অবশ্যম্ভাবী বস্তু! সেই অবশ্যম্ভাবী বস্তু (তথা মহাপ্রলয় কেয়ামতের বিভীষিকা) তোমারা উপলব্ধি করিতে পার না। (কিন্তু খবরদার! উহা অবিশ্বাস করিও না; উহা অবিশ্বাস করার পরিণাম ভয়াবহ।) সামুদ জাতি এবং আ'দ জাতি কর্ণ বিদীর্ণকারী কেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, ফলে সামুদকে ধ্বংস করা হইয়াছে সহন-সীমা অতিক্রমকারী প্রচণ্ড নিনাদের দ্বারা।

(পারা- ২৯; রুকু- ৯)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا ـ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا ـ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ـ

সামুদ জাতি ঔদ্ধত্যবশে নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল- বিশেষতঃ যখন তাহাদের সর্বাধিক দুর্ভাগা হতভাগা লোকটি (মোজেযার উষ্ট্রীটি মারিবার জন্য) প্রস্তুত হইল; এবং আল্লাহর রসূল তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহর প্রেরিত বিশেষ উষ্ট্রী; উহা সম্পর্কে ও উহার পানি পান সম্পর্কে সতর্ক থাকিও, উহার অনিষ্ট করিও না। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল এবং উষ্ট্রীটিকে মারিয়া ফেলিল। তাহাদের পাপের ফলে পরওয়ারদেগার তাহাদের উপর সর্বগ্রাসী আযাব নাযিল করিলেন। তাঁহার ত পরিণামের কোন ভয় করিতে হয় না। (সূরা শামছ পারা-৩০)

যুল-ক্বারনাইন্

"যুল-কার্‌নাইন" একটি উপাধি; দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত- 'যুল' অর্থ অধিকারী এবং 'কারনাইন' ইহা কারনুন-এর দ্বিবচন, যাহার অর্থ দিক। বিশ্বের স্থল ভাগের দুই দিক- পূর্ব ও পশ্চিম, এই উভয় দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত এই লোকটি ভ্রমণ করায় তিনি এই উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই লোকটি কে ছিলেন? তাঁহার নাম কি ছিল? কোন্ যুগে ছিলেন? এই সব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈততা অনেক বেশী। পূর্ব হইতে বিশিষ্ট তথ্যবিদগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই যে, তাঁহার নাম ছিল 'এস্কান্দার'। দুনিয়াতে বহু লোকই এস্কান্দার নামে আসিয়াছেন; এমনকি আমাদের হযরত রসূলুল্লাহর যুগের প্রায় নয়শ'ত বৎসর পূর্বে এক প্রতাপশালী বাদশাহ ছিল- তাহার নামও ছিল এস্কান্দার এবং তাহার উপাধিও ছিল যুল-কারনাইন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই বাদশাহকেই পবিত্র কোরআনের যুল-কারনাইন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তহা ভুল। কারণ, ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বাদশাহ কাফের এবং ভীষণ অত্যাচারী ছিল- অথচ পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত যুল-কারনাইন সম্পর্কিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন খোদাভক্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিরেন। এমনকি তাঁহার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ বাণীও আসিয়াছিল বলিয়া পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। এই বাণী অহী মারফত ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করতঃ কোন কোন তথ্যবিদ তাঁহাকে নবী বলিয়াও গণ্য করিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) সেই সূত্রেই যুল-কারনাইনের বর্ণনা নবীগণের বর্ণনার শামিল করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য বিশিষ্ট আলেমগণের মত ইহাই যে, আল্লাহ তাআলার বাণী তাঁহার প্রতি এল্‌হামস্বরূপ আসিয়াছিল এবং তিনি একজন অতি মহান ও আল্লাহ তাআলার পেয়ারা, খোদা-ভক্ত, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন- নবী ছিলেন না।

এতদৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, সেই কাফের অত্যাচারী বাদশাহ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত যুল-কারনাইন নামীয় ব্যক্তি নহে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় এস্কান্দার নামে এক বাদশাহ ছিলেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত গুণাবলী তাঁহার ছিল, তাই তঁহাকেই আলোচ্য যুল-কারনাইনরূপে স্থির করা হয়। বোখারী (রঃ) যুল-কারনাইনের বর্ণনা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বর্ণনা সংলগ্নে উল্লেখ করিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনের পারা– ১৬; রুকু– ২-তে জুল-কারনাইনের বর্ণনা রহিয়াছে। কাফেররা পরীক্ষাস্বরূপ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যুল-কারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরেই পবিত্র কোরআনের এই সুদীর্ঘ বয়ান নাযিল হয়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ـ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ـ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ـ

কাফেররা যুল-কারনাইন সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। বলিয়া দিন, তাঁহার সম্পর্কে কিছু বিবরণ তোমাদের (কোরআনের মাধ্যমে) তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতেছি– আল্লাহ বলেন, আমি যুল-কারনাইনকে জগতে শক্তিশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, তাহাকে বহু উপায় উপকরণের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলাম।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا ـ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ـ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ ـ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ـ

সেমতে সে (এক ভ্রমণ অভিযানে) একটা পথ ধরিয়া চলিল। সে যখন পশ্চিম দিকের বসতি এলাকার শেষ প্রান্তে পৌঁছিল তখন দেখিতে পাইল– সূর্য (যেন) কালো কাদাময় জলাশয়ে অস্ত যাইতেছে এবং তথায় একটি বিশেষ জাতির সাক্ষাত পাইল। (সে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তথায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল।) আমি তাহাকে বলিলাম, (তুমি ত তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছ; এখন) তাহাদের উপর হয়ত নির্যাতন চালাইবে কিম্বা তাহাদের প্রতি সুব্যবহার ও সুব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। (অবশ্য তুমি যে নীতি অবলম্বন করিবে ফলও তেমনই পাইবে।)

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ـ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ نِ الْحُسْنٰى وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ـ

যুল-কারনাইন বলিল, (আমার নীতি হইবে–) যে অন্যায়কারী তথা কাফের থাকিবে আমরা তাহাকে (ইহজগতের) শাস্তি দিব। অতঃপর স্বীয় প্রভুর নিকট তাহার উপস্থিতি হইবে; তিনি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। পক্ষান্তরে যে ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, তাহার জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে (পরকালে) উত্তম প্রতিদান এবং আমরাও তাহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেক ব্যাপারে মোলায়েম কথাই বলিব এবং উত্তম ব্যবহারই করিব।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ـ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ـ

অতঃপর সে আর এক পথে অভিযান চালাইল। যখন পূর্ব দিকের আবাদীর শেষ প্রান্তে পৌঁছিল তখন দেখিল, সূর্য তথায় এমন মানবগোষ্ঠীর উপর উদিত হয় যাহাদের জন্য সূর্যের নীচে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা আমি (শিক্ষা) দেই নাই। (তাহারা উন্মুক্ত ভুপৃষ্ঠে বাস করে।)

كَذٰلِكَ ۔ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۔

এই ঘটনা এইরূপই ছিল; (আমার বর্ণনা ও বাস্তব ঘটনা একই।) যুল-ক্বার্‌নাইনের সব সংবাদই আমার নিকট সম্যকরূপে বিদ্যমান আছে।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۔ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۔

অতপর সে আর এক পথে অভিযান চালাইল। এই অভিযানে যখন সে দুইটি পর্বত-প্রাচীরের মধ্যস্থ এক স্থানে পৌঁছিল তখন সেই পর্বতদ্বয়ের পাদদেশে এক মানব সমাজ পাইল, যাহারা তাহার ভাষা মোটেই বুঝে না।

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۔

(দোভাষী মারফত কথাবার্তায়) তাহারা বলিল, হে যুল-কার্‌নাইন্। (এই পর্বতমালার প্রাচীরদ্বয়ের মধ্য দিয়ে সময় সময়) "ইয়াজুজ-মাজুজ" আমাদের অঞ্চলে আসিয়া ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। আমরা কি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিব; যেন আপনি আমাদের ও তাহাদের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরি করিয়া দেন?

قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۔

জুল-কারনাইন্ বলিল, আমার পরওয়াদেগার আমাকে ধন-দৌলতের যে সামর্থ্য দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট; তোমরা শুধু শ্রমশক্তি দ্বারা আমাকে সাহায্য কর; তোমাদের ও উহাদের মধ্যে মজবুত প্রাচীর তৈয়ার করিয়া দেই।

اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ۔ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ۔ حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۔

তোমরা বড় বড় লৌহ চাদরগুলি আমার নিকট পৌঁছাও। পর্বতদ্বয়ের মধ্যকার গিরিপথটি যখন (লৌহ-পাতে) ভরাট করিয়া পর্বত সমান করিল তখন সে ঐ লৌহগুলিকে (তপ্ত করার উদ্দেশে) আগুন জ্বালাইতে আদেশ করিল। যখন উহা অগ্নিতুল্য তপ্ত করিয়া দিল তখন আদেশ করিল, গলিত তাম্র আমার নিকট উপস্থিত কর; এই তপ্ত লৌহগুলির উপর ঢালিয়া দিব।

فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ۔ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّىْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ۔

(লৌহ-তাম্রে জমাট বাঁধা পর্বত সমান প্রাচীর তৈরী হইল, উহা অতি উঁচু, মসৃণ, কঠিন ও সুদৃঢ় ছিল।) অতএব ইয়াজুজ-মাজুজদের পক্ষে উপরে চড়িয়া উহা অতিক্রম করাও সম্ভব হইবে না; ভাঙ্গিয়া পথ সৃষ্টি করাও সম্ভব হইবে না। যুল-কার্‌নাইন্ ইহাও বলি এই প্রাচীর আমার পরওয়াদেগারের বিশেষ দান-- একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। যখন তাঁহারই নির্ধারিত সময় (কেয়ামত নিকটবর্তী) আসিবে, তখন তিনি ইহা ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন। আমার পারওয়ারদেগারের নির্ধারণ বাস্তব ও অবশ্যম্ভাবী।

যুল-কারনাইন সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই ঘটনার ইতিহাস স্বভাবতই অন্য দুইটি বস্তুর তথ্য অবগত হওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে। একটি হইল ইয়াজুজ-মাজুজ, দ্বিতীয়টি

হইল উল্লিখিত বিশেষ প্রাচীর। তাই ইমাম বোখারী (রঃ) এই সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করতঃ পবিত্র কোরআনের আয়াত ও কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিতেছেন।

ইয়াজুজ-মাজুজ

ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং আবাসস্থল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈধতা অনেক বেশী। যে মতকে সাধারণতঃ প্রামাণিক মনে করা হয় তাহা এই যে– ইহারা আদম সন্তানেরই একটি বিশেষ সম্প্রদায়। সাধারণ মানব জাতির ন্যায় ইহারাও নূহ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আদি পিতা আদম (আঃ) ও আদি মাতা হাওয়া (আঃ) উভয়ের ঔরসজাত বংশধর। ইহারা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। ঈমানদার ইহাদের মধ্যে কেহই নাই– সকলেই দোযখী; ইহারা সংখ্যায় অনেক বেশী। তাহারা দুই গোত্রে বিভক্ত; একটির নাম "ইয়াজুজ" অপরটির নাম "মাজুজ, তাই তাহাদের সমষ্টি ইয়াজুজ-মাজুজ নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণ মানুষের আবাদী হইতে ভিন্ন স্থানে তাহাদের নিবাস। যুল-কারনাইন কর্তৃক প্রাচীর তৈয়ার হওয়ার পর সাধারণ মানুষের বসবাস স্থলে আসিবার পথ তাহাদের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে কেয়ামতের নিকটবর্তিতার নিদর্শনস্বরূপ এই প্রাচীরে আল্লাহর কুদরতে এক ইঞ্চি পরিমাণ বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র হইয়াছে। কেয়ামত যখন অতি ঘনাইয়া আসিবে তখন এই প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের দল প্রবল স্রোতের ন্যায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। অতপর তাহারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ গজবে ধ্বংস হইবে। তাহাদের এইসব ঘটনা কেয়ামতের অতি নিকটবর্তিতার একটি বিশেষ আলামত। এই সূত্রেই ইমাম বোখারী (রঃ)ও অন্যান্য মোহাদ্দেছগণের ন্যায় ইয়াজুজ-মাজুজের বর্ণনা কেয়ামতের আলামত অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এ স্থলে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) কর্তৃক উদ্ধৃত একটি আয়াত এই–

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۔ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ ۔ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۔ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۔ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۔ وَاِنَّا لَهٗ كَاتِبُوْنَ ۔

সমস্ত নবীগণের ধর্মের মূল একই যে, একমাত্র আমিই তোমাদের প্রভু– তোমরা আমারই এবাদত করিবে। মানব সমাজ (শয়তানের ধোকায়) দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া আছে; (হিসাব-নিকাশের জন্য) তাহারা সকলেই আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যাহারা ঈমান গ্রহণ ও নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিবে তাহাদের চেষ্টা বিফল যাইবে না। আমি তাহাদের ঈমান ও নেক আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি।

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۔

(সেই হিসাব-নিকাশ এই জগতে অনুষ্ঠিত হইবে না; কারণ) যেকোন বস্তির অধিবাসীকে আমি মৃত্যুর কবলে পতিত করি, তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিয়াছে– তাহারা পুনঃ এই জগতে ফিরিয়া আসিবে না। (হিসাব-নিকাশের জন্য নির্ধারিত সময় রহিয়াছে।)

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۔ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

যখন (সেই নির্ধারিত সময়ের বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাইবে যে,) ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং (তাহারা প্রবল স্রোতের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িবে, এমনকি) প্রত্যেক পাহাড়-পর্বত, টিলা-ভিটা হইতে তাহাদিগকেই লাফাইয়া নামিয়া আসিতে দেখা যাইবে। (এই নিদর্শন প্রকাশেই) নিকটবর্তী হইয়া

আসিবে সেই নির্ধারিত সময় যাহা বাস্তব ও নিশ্চিত। উক্ত সময়ের উপস্থিতিতে অবিশ্বাসীদের চোখে অকস্মাৎ চমক লাগিয়া যাইবে। (তখন তাহারা আক্ষেপে জর্জরিত হইয়া নিজকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিবে,) আমাদের চরম দুর্ভাগ্য ছিল যে, আমরা এই নির্ধারিত সময় সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা অন্যায়কারী ৮৮ছিলাম। (পারা- ১৭ ; রুকু-৭)

ইয়াজুজ-মাজুজের ছড়াইয়া পড়া কেয়ামতের নিকটবর্তিতার নিদর্শন- সে সম্পর্কে অনেক হাদীছও আছে। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে কেয়ামতের পূর্বক্ষণে বিশেষ দশটি নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজও রহিয়াছে।

মুস্‌লিম শরীফে আরও একখানা হাদীছ রহিয়াছে। সেই হাদীছটির মধ্যে কেয়ামতের নিকটবর্তী বহু ঘটনার ফিরিস্তি বর্ণিত আছে। সেই হাদীছে দজ্জালের বিবরণ ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আসমান হইতে অবতরণ এবং ঈসা (আঃ) কর্তৃক দজ্জাল বধ করার ঘটনা বর্ণনার পর উল্লেখ করা হইয়াছে-

اذ اوحى الله على عيسى انى قد اخرجت عبادا لى لايدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهون الى جبل الجمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من فى الارض هلم فلنقتل من فى السماء .

অর্থঃ ঈসা (আঃ) কর্তৃক দজ্জাল নিহত হওয়ার পর তৎকালীন অবশিষ্ট ঈমানদার দল ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে আদর-যত্ন করতঃ বেহেশতে তাহারা যে উচ্চাসন লাভ করিবেন তাহা শুনাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবেন। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদা আল্লাহ তাআলা অহী মারফত ঈসা (আঃ)-কে সংবাদ জানাইবেন যে, আমি আমার এক শ্রেণীর সৃষ্ট মানুষের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছি। অর্থাৎ আমারই আদেশক্রমে তাহারা ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহারা এতই দুর্ধর্ষ যে, তাহাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা কাহারও নাই। আপনি আমার মোমেন বান্দাহগণসহ পাহাড়ের উপর যাইয়া লুকাইয়া থাকুন। অতপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজ জাতিকে তাদের আবদ্ধ এলাকার বাহিরে আসিবার পথ খুলিয়া দিবেন। তাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী হওয়ায় চতুর্দিকের পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি হইতে তাহাদিগকেই লাফাইয়া নামিয়া আসিতে দেখা যাইবে। তাহাদের প্রথম দলটি পথিমধ্যে (ইরাকের ওয়াসেত অঞ্চলে) তবরিয়া এলাকাস্থিত একটি (দশ মাইল প্রশস্ত) হ্রদের পানি পান করিতে যাইয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবে। এমনকি তাহাদের আর একটি দল তথায় উপস্থিত হইয়া একটুও পানি পাইবে না, শুধু এতটুকু ধারণা করিতে পারিবে যে, এ স্থানে পূর্বে পানি ছিল। অতপর তাহারা জেরুজালেমস্থিত একটি পর্বতের নিকট উপস্থিত হইবে এবং বলাবলি করিবে যে, ভূপৃষ্ঠে ত কাহাকেও বাকী রাখি নাই, সবাকেই শেষ করিয়াছি এখন উপরওয়ালাকে হত্যা করিব- এই বলিয়া তাহারা উপরের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে। (তাহাদের অহঙ্কার বৃদ্ধির পরীক্ষাস্বরূপ) আল্লাহ তাআলার কুদরতে তাহাদের তীরগুলি রক্ত রঞ্জিতরূপ রঙ্গিন অবস্থায় তাহাদের প্রতি ফিরিয়া আসিবে।

ঈসা (আঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ- যাহারা দীর্ঘ দিন পাহাড়ে আবদ্ধ জীবন কাটাইতেছিলেন, তাঁহারা আল্লাহ তাআলার নিকট বিপদ দূরীভূত হওয়ার দোয়া করিবেন। আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজের উপর গজব নাযিল করিবেন যে, তাহাদের গর্দানের উপর (ঘা হইয়া উহাতে) এক প্রকার পোকা হইবে; তাহাতে তাহারা সব ধ্বংস হইবে। অতপর ঈসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ পাহাড় হইতে অবতরণ করিবেন। তাঁহারা সেই এলাকায় সমস্ত যমীনই ইয়াজুজ-মাজুজের গলিত লাশে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবেন। তখন তাঁহারা আল্লাহ তাআলার

নিকট এই বিষয়ে দোয়া করিবেন। আল্লাহ তাআলা উটের ন্যায় লম্বা গর্দানবিশিষ্ট পাখী পাঠাইবেন। উহারা সব মৃতদেহ আল্লাহ তায়ালার আদিষ্ট স্থানে ফেলিয়া দিবে। তারপর প্রবল বৃষ্টিপাতে ভূপৃষ্ঠ ধৌত হইয়া যাইবে। ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে বোখারী শরীফের হাদীছে–

১৬২৫। হাদীছ ঃ عن ابى سعيد رضى اللّٰه تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاادَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهٗ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ـ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَاْجُوْجَ وَمَاجُوْجَ اَلْفٌ ـ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ـ فَقَالَ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ـ فَقَالَ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ـ فَقَالَ مَا اَنْتُمْ فِى النَّاسِ اِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَبْيَضَ اَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَسْوَدَ ـ

অর্থ ঃ আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হাশরের দিন আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে ডাকিবেন। আদম (আঃ) ভক্তি ও আনুগত্যের সহিত নিজের উপস্থিতি আরজ করিবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে নির্দেশ দিবেন, আদম সন্তান হইতে চির দোযখী দলকে ভিন্ন করিয়া দাও। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, চির দোযখী দলের সংখ্যা কিরূপ? আল্লাহ তাআলা ফরমাইবেন, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন।

(হযরত (সঃ) বলেন,) এই ঘোষণার সময়েই মানুষ ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। এই ভীতি সম্পর্কেই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে যে, এই ধরনের ভয়ে বালক বৃদ্ধ হইয়া যায়, গর্ভবতীর গর্ভপাত হইয়া যায়। আল্লাহ তাআলার এই আদেশ শ্রবণে সমস্ত মানুষ অচৈতন্য দেখা যাইবে। বস্তুতঃ তাহারা অচৈতন্য হইবে না, কিন্তু (দোযখে) আল্লাহর আযাব ভীষণ ও ভয়ঙ্কর, যাহার ভয়ে ঐ ঘোষণা শুনিয়া সমস্ত লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

এই বর্ণনায় ছাহাবীগণ (কাঁদিতে লাগিলেন এবং নৈরাশ্যজনক সূরে) আরজ করিলেন, (হাজারের মধ্যে বেহেশতবাসী মাত্র একজন! হায়–) সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হইবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তোমরা শান্ত হও। (একমাত্র মুসলমানই বেহেশত লাভ করিবে; ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত সকলেই দোযখী। আর মুসলমান ও মুসলিম এই দুই দলের সংখ্যার অনুপাত এইরূপ–) তোমরা (তথা পূর্বাপর বিশ্ব মোসলেম সারা বিশ্বের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতি হাজারে) একজন এবং হাজারের বাকী সংখ্যা (৯৯৯ জন সকলেই) ইয়াজুজ-মাজুজ (ও তাহাদের ন্যায় অন্যান্য কাফের অমুসলিমগণ) হইবে।* (পাপী মুসলমান অনকেই

* অর্থাৎ হাজারের মধ্যে একজন বেহেশতী ইহার অর্থ এই নয় যে, খাঁটী মুসলমানদের প্রতি হাজারে একজন বেহেশতী যাইবে, বরং সারা বিশ্ব মানব তথা ইয়াজুজ-মাজুজসহ সকলের সমষ্টির প্রতি হাজারে একজন বেহেশতী , ৯৯৯ জন দোযখী হইবে।

বস্তুতঃ খাঁটী মুসলমানের সংখ্যাই অতি নগণ্য । অঁখাটী তথা শুধু ইসলামের দাবীদার ঈমানহীন মুনাফেক, প্রকাশ্য অমুসলিম এবং ইয়াজুজ-মাজুজ যাহারা সকলই অমুসলিম– এই সবের সমষ্টির সঙ্গে খাঁটী মুসলমানদেরকে হিসাব করা হইলে তাঁহাদের মূল সংখ্যা হাজারের মধ্যে একজনই দাঁড়াইবে এবং প্রত্যেক খাঁটী মুসলমান প্রথম বারেই অথবা শেষ পর্যন্ত বেহেশতে যাবে। খাঁটী মুসলমান একজনও চিরজাহান্নামী হইবে না! সুতরাং হাজারের মধ্যে একজনমাত্র বেহেশত লাভ করিবে" এই ঘোষণা খাঁটী মুসলমান কাহারও পক্ষে ভয়ের কারণ নহে।

এস্থলে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে ইয়াজুজ-মাজুজ বলিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কাফের মোনাফেক মানুষ ও জ্বিনসহ সকল প্রকার অমুসলমানকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ অমুসলমান দলে ইয়াজুজ-মাজুজেরই আধিক্য।

দোযখে যাইবে। কিন্তু তাহারা চির-জাহান্নামী হইবে না, সাময়িক জাহান্নামী হইবে– তাহাদের উল্লিখিত সংখ্যায় শামিল করা হয় নাই। নতুবা জাহান্নামীর সংখ্যা আরও অধিক বলা হইত। অতঃপর হযরত (সঃ) শপথ করিয়া ঘোষণা করিলেন, আমি আশা করি তোমরা (উম্মতে মুহাম্মদী) সমস্ত বেহেশতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইবে। এই সুসংবাদ শ্রবণে ছাহাবীগণ তকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিলেন।

অতপর হযরত বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা এক তৃতীয়াংশ হইবে, ছাহাবীগণ, পুনঃ তকবীর-ধ্বনি দিলেন। অতপর হযরত (সঃ) বলিলেন, আশা করি অর্ধাংশই তোমরা হইবে, এইবারও ছাহাবীগণ তকবীর ধ্বনি দিলেন।*

হযরত (সঃ) আরও বলিলেন, (জগতে) অমুসলিমদের তুলনায় তোমরা (মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা) এইরূপ, যেরূপ সাদা বলদের গায়ে কতিপয় কাল লোম বা কাল বলদের গায়ে কতিপয় সাদা লোম। (এই অধিক সংখ্যার অমুসলিম সকলেই দোযখী, অতএব, দোযখীদের আধিক্য শুনিয়া নিরাশ হইবে না। অবশ্য ইসলাম রত্নের মূল্যবোধে খাঁটী মুসলমান হওয়ায় সচেষ্ট হইবে।)

ব্যাখ্যা ঃ ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্যের কারণও হাদীছে বর্ণিত আছে যে, একদিকে তাহাদের যৌন স্পৃহা ও শক্তি অত্যধিক। অপর দিকে তাহারা বয়সও অনেক বেশী পায়। এমনকি সাধারণতঃ তাহাদের এক জনের এক এক হাজার সন্তান-সন্ততি হওয়ার পূর্বে মৃত্যু ঘটে না। (ফতহুল বারী)

যুল-কারনাইন– এস্কান্দর বা সেকান্দরের প্রাচীর

এই প্রাচীরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশেষতঃ ইহার স্থান সম্পর্কে ভূগোলবিদদের অনেক গবেষণাই চলিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে ৩৪টি প্রাচীন প্রাচীরের খোঁজ পাওয়া যায়; উহার প্রত্যেকটিই অতি প্রাচীন ও আশ্চর্য ধরনের, এমনকি "চীনের প্রাচীর" ত বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে একটি। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সমুদ্রোপকূলে এক প্রাচীন প্রাচীর আছে– এক হাজার মাইলের অধিক লম্বা, বার মাইল চওড়া, এক হাজার ফুট উঁচু; উহার উপর বহু রকম জীবের অবস্থান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এখনও উহার তথ্যানুসন্ধান চালাইতেছেন।

আমাদের আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের দ্বারা কতিপয় গুণাগুণ প্রমাণিত হয়–(১) এই প্রাচীরের নির্মাতা যুল-কারনাইন নামক খোদাভক্ত বাদশাহ ছিলেন। (২) এই প্রাচীর সাধারণ ধরনের ইট-পাথরের তৈয়ার নহে, লৌহ ও তাম্রে নির্মিত। (৩) উহা দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং উহার উভয় দিক পাহাড়ের সঙ্গে গাঁথা। (৪) এই প্রাচীরের অপর পার্শ্বে ইয়াজুজ-মাজুজের বংশধর অবস্থিত, যাহাদের অবস্থা সাধারণ মানুষ হইতে ভিন্ন। (৫) তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ এবং আরও অনেক কিতাবে উল্লিখিত একটি হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ দল প্রতিদিন এই প্রাচীর খনন করে। সারা দিন খননে যখন ইহা ভেদ করার নিকটবর্তী হইয়া আসে তখন দলপতির আদেশে কার্য স্থগিত রাখিয়া তাহারা এই বলিয়া চলিয়া যায় যে, আগামীকল্য আসিয়া ইহা ভেদ করিয়া ফেলিব; কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে খননকৃত স্থান অধিক শক্তরূপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। প্রতিদিন তাহাদের কার্য এইরূপই চলিয়া আসিয়াছে, এমনকি যখন কেয়ামত আসন্ন হইবে এবং কোরআন- হাদীছের ঘোষণা– ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব বাস্তবায়িত হওয়ার সময় উপস্থিত হইবে তখন একদিন খনন কার্য হইতে বিরতিকালে তাহাদের দলপতি এইরূপ বলিবে, "ইনশা আল্লাহ– আগামীকাল ইহা ভেদ করিয়া

* তিরমিযী শরীফের এক হাদীছের হিসাব মতে বেহেশতীগণের দুই তৃতীয়াংশ এই উম্মত হইবে। উক্ত হাদীছে বর্ণনা আছে যে, বেহেশতীগণের ১২০ কাতার হইবে। তন্মধ্যে ৮০ কাতার হইবে এই উম্মত এবং অন্য সব উম্মতের সমষ্টি হইবে ৪০ কাতার। (২–২৭ পৃঃ)

নবী (সঃ) সুসংবাদটি ধাপে ধাপে জ্ঞাত করিয়াছেন; হয়ত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে নবী (সঃ) কেও এইরূপেই জ্ঞাত করা হইয়াছে।

ফেলিব।" (ইনশা- আল্লাহর বদৌলতে) এইবার খননকৃত স্থান পূর্ণ হইবে না; পর দিন তাহারা অতি সহজেই অবশিষ্ট খনন কার্য সমাধা করিয়া উহা ভেদ করতঃ প্রবল স্রোতের ন্যায় বাহির হইতে থাকিবে এবং সম্পূর্ণ প্রাচীর ধূলিসাৎ হইয়া কোরআনের এই ঘোষণা বাস্তবে পরিণত হইবে فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء "যখন পরওয়ারদেগারের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন তিনি এই প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন।"

উল্লিখিত অবস্থা ও গুণাবলী দৃষ্টে বলিতে হয় যে, ভূগোলবিদগণ কতৃক আবিষ্কৃত প্রাচীর সমূহের কোনটিই কোরআনের আলোচ্য প্রাচীর নহে এবং অদ্যাবধি এই প্রাচীর অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে। অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতির প্রভাবে এই মতবাদকে নাক সিটকানোর দৃষ্টিতে দেখা বোকামির পরিচায়ক হইবে। কারণ পাঁচশত বৎসর পূর্বে আমেরিকার ন্যায় মহাদেশ বৈজ্ঞানিকদের খোঁজের বাহিরে ছিল। ইতিপূর্বেও বিশাল "আন্টার্কটিকা" মহাদেশ বৈজ্ঞানিকদের আওতার বাহিরে ছিল, আজও সেই মহাদেশের সমূদয় এলাকা ও অবস্থাই বৈজ্ঞানিকদের আওতার বাহিরে। এই ধরনের আরও কত জিনিসের জ্ঞান হইতে বৈজ্ঞানিকগণ বঞ্চিত। অতএব এই প্রাচীরের তথ্যও যে তাহাদের অজ্ঞাত ইহাতে বৈচিত্র্যের কি আছে? ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থলও তো সকলের অজ্ঞাত রহিয়াছে।

আল্লাহ তাআলার কুদরত বৈচিত্র্যপূর্ণ, একদিকে বর্তমান যুগের বিরাট সফলতাপূর্ণ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকে তিনি এই প্রাচীর পর্যন্ত পৌছিতে দিলেন না, অপর দিকে স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা ও কুদরতের নিদর্শনস্বরূপ একজন সাধারণ লোককে এই পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন–

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبَّرِ قَالَ رَاَيْتَهُ -

অর্থঃ একদা এক ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি (ইয়াজুজ-মাজুজের) প্রাচীর দেখিয়াছি। (বিবরণদানে) ঐ ব্যক্তি ইহাও বলিলেন যে, তাহা ডোরাবিশিষ্ট চাদরের ন্যায় দেখিয়াছি। হযরত (সঃ) তাহার উক্তি সমর্থনপূর্বক বলিলেন, বাস্তবিকই তুমি তাহা দেখিয়াছ।

ব্যাখ্যা– সাধারণ দৃষ্টি এই প্রাচীর আবিষ্কার করিতে অক্ষম থাকা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানায় একজন লোকের দৃষ্টি উহাকে জয় করা বৈচিত্র্যপূর্ণ বটে, কিন্তু অসম্ভব ও অস্বীকারযোগ্য নহে। এই ধরনের ঘটনার নজির আরও প্রমাণিত আছে। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে "দজ্জাল" সম্পর্কে এই ধরনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কেয়ামত নিকটবর্তী হইলে দজ্জালের আবির্ভাব হইবে; দজ্জালের জন্ম বহু পূর্বেই হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে সাধারণ দৃষ্টি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তামীমে দারী (রাঃ) নামক একজন ছাহাবী তাহাকে দেখিয়াছিলেন যাহার আশ্চর্যজনক ঘটনা ইনশাআল্লাহ ষষ্ঠ খণ্ডে বর্ণিত হইবে। তামীমে দারী (রাঃ) কর্তৃক পূর্ণ ঘটনা হযরতের খেদমতে বর্ণিত হইলে হযরত (সঃ) এই বিবরণকে শুধু সমর্থনই করিলেন না, বরং স্বীয় মসজিদে নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল মুসলমানকে বিশেষরূপে আহ্বান করিয়া সকলকে একত্রিত করার ব্যবস্থা করিলেন এবং নামাযান্তে প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাকিবার আদেশ করিলেন। অতপর হযরত (সঃ) ভাষণদানে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে কোন সুসংবাদ বা আতঙ্কের সংবাদ শুনাইবার জন্য একত্র করি নাই, বরং এই জন্য একত্র করিয়াছি যে, তামীমে দারী নামক একজন মুসলমান নিজ চক্ষে দজ্জালকে দেখিয়া আসিয়াছে– যে দজ্জাল সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ আমি তোমাদিগকে শুনাইয়া থাকিতাম। তাহারই বর্ণিত বিস্তারিত ঘটনা শুনাইবার জন্য আমি তোমাদিগকে একত্র করিয়াছি। এই বলিয়া হযরত (সঃ) পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করিলেন*

* এইরূপে শাদ্দাদ কর্তৃক নির্মিত বেহেশত যাহা আল্লাহ তাআলার কুদরতে সাধারণ দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, আমার উম্মতের একজন লোক স্বীয় উট হারাইয়া তালাশ করিতে করিতে অকস্মাৎ শাদ্দাদের বেহেশত দেখিতে পাইবে। মোয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে সেই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হইয়াছিল। (তফসীরে আজীজী, ছুরা ফাজর)। অপর পৃঃ দ্রঃ–

১৬২৬। হাদীছ ঃ عن زينب ان النبى صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِاقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعَيْهِ الْاِبْهَامَ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتِ جَحَشٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُهْلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ـ

অর্থ ঃ উম্মুল মোমেনীন যয়নব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার গৃহে তশরীফ আনিলেন বিচলিত অবস্থায় এবং ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু! আরবের লোকদের আসন্ন আপদ-বিপদ দৃষ্টে মস্ত বড় ভয় ও আশঙ্কা। অদ্য ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হইয়া গিয়াছে– ইহা বলিবার সময় হযরত (সঃ) স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলিক বৃদ্ধাঙ্গুলির সঙ্গে মিলাইয়া গোলাকৃতি (circle) করতঃ ছিদ্রের পরিমাণ দেখাইলেন।

উম্মুল-মোমেনীন যয়নব (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে নেককার ব্যক্তিদের বর্তমানেও আমরা ধ্বংস হইব কি? হযরত (সঃ) বলিলেন হাঁ যখন অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার ও গোনাহের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ "আরব" মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়– যখন মুসলমানদের জন্য অশান্তি বিশৃঙ্খলা ও আপদ-বিপদ দেখা দেওয়ার সময় তখন সমস্ত জগত কুফরী–ফাসেকীতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে; মুসলমান শুধু আরবেই থাকিবে। এতদ্ভিন্ন কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের আপদ-বিপদের স্রোতের মোকাবিলায় আরবগণই দাঁড়াইবেন এবং বিপদের সম্মুখীন হইবেন, তাই এ স্থলে আরবগণকে বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হওয়া তাহাদের বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ার নিকটবর্তিতার নিদর্শন এবং তাহাদের বাহির হওয়াই হইল আসন্ন কেয়ামতের আলামত। আর কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মুসলমানগণ আপদ-বিপদের সম্মুখীন হইবে, তাই সেই প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টি হওয়ার দরুন নবী (সঃ) স্বীয় উম্মতের উপর আসন্ন আপদ-বিপদের স্মরণে বিচলিত হইয়াছিলেন।

অনেক সময় নেক লোকদের বদৌলতে আল্লাহ তাআলার আযাব এবং আপদ-বিপদ দূরে সরিয়া যায়। তাই উম্মুল মোমেনীন যয়নব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যে সঙ্কটময় সময়ের কথা স্মরণ করিয়া আপনি বিচলিত হইতেছেন, তখন কি মুসলমানদের মধ্যে অনেক লোক থাকিবেই না, না নেক লোক থাকা সত্ত্বেও জাতির ধ্বংস আসিবে?

হযরত (সঃ) ফরমাইলেন, 'মুসলমানদের মধ্যে তখনও নেক লোক থাকিবে সত্য, কিন্তু অতি নগণ্য সংখ্যায়। কুফরী–ফাসেকী, অন্যায়-অত্যাচার ও ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাইবে, ফলে আল্লাহর আযাব ও ধ্বংস নামিয়া আসিবে।" অর্থাৎ নগণ্য সংখ্যক নেক লোকদের খাতিরে আযাব এবং গজবের গতি রোধ করা হইবে না, বরং স্বাভাবিকরূপে এই নেক লোকদেরও সেই আযাব ও ধ্বংসের স্রোতে মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তাঁহারা আল্লাহ তাআলার প্রিয়রূপেই উঠিবেন এবং আপদ-বিপদ দুঃখ-যাতনার বিনিময়ে বিশেষ সওয়াবের অধিকারী হইবেন। পক্ষান্তরে কাফের-ফাসেকরা দুনিয়াতে ধ্বংস হইয়া আখেরাতেও চিরকালের জন্য সকল কষ্টের কেন্দ্র দোযখবাসী হইবে।

উল্লিখিত প্রাচীর দেখার এবং শাদ্দাদের বেহেশত দেখার ঘটনার– উভয় ঘটনা ব্যক্তিদ্বয়ের জন্য হয়ত রহস্যময় কুদরতে জ্বিনদের দ্বারা অকস্মাৎ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জ্বিনদের দ্বারা কোন মানুষের এইরূপ অনাবিষ্কৃত এলাকার ভ্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে।

কোন দেশ বা জাতির মধ্যে যখন অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার ও আল্লাহদ্রোহিতা দেখা দেয় তখন সেই দেশ ও জাতির নেক লোকগণ যদি সেই সব নাফরমানীর যথাসাধ্য মোকাবিলা না করে– সাধ্যানুযায়ী বাধা প্রদান না করে, তবে নেককার বদকার উভয় দলই আল্লাহ তাআলার নিজট অপরাধী গণ্য হয়। যখন আল্লাহর গজব আসে তখন সকলেই গজবের আওতাভুক্ত হয়; এমনকি যাহাদিগকে নেককার বলা হইত তাহারাও গজবে পতিত হইবে, যেহেতু তাহারা আল্লাহদ্রোহিতায় বাধা প্রদান না করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

আর যদি নেককার ভাল লোকগণ যথাসাধ্য বাধা প্রদানের কর্তব্য পালন করিয়া য"যাইতে থাকেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও অপরাধ ও আল্লাহদ্রোহিতা বাড়িয়া যাইতে থাকে, এমনকি অপরাধী বিদ্রোহীদেরই প্রাবল্য ও প্রাধান্য হইয়া যায়, তবে নেককার লোকগণ আল্লাহ তাআলার প্রিয় থাকেন বটে, কিন্তু আ'দতুল্লাহ– আল্লাহ তাআলার সাধারণ রীতি অনুযায়ী তখন এই নগণ্য সংখ্যক প্রিয় লোকদের খাতিরে গজব এবং আযাবের গতি রোধ করা হয় না। আল্লাহর গজব আসে এবং উহার ধ্বংসলীলার স্রোতে সাধারণতঃ নেককার লোকগণও মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু সেই গজব অপরাধীদের পক্ষে গজব হয়, আর নেক লোকদের পক্ষে আল্লাহর রহমতের কারণ হয়; তাঁহারা শাহাদতের মর্তবা লাভ করিয়া থাকেন।

১৬২৭। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَحَ اللّٰهُ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন– ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তাআলার কুদরতে উহার মধ্যে যে ছিদ্র হইয়াছে উহা এই পরিমাণ– এই বলিয়া হযরত (সঃ) স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলির মাথা বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ায় লাগাইয়া ছিদ্রের পরিমাণ দেখাইলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য–আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে –

فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا

"ইয়াজুজ-মাজুজরা এই প্রাচীর অতিক্রম করার জন্য উহার উপর চড়িতেও সক্ষম হইবে না এবং উহার মধ্যে ছিদ্রও সৃষ্টি করিতে পারিবে না (যতদিন পর্যন্ত না নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয়)। অবশ্য যখন নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন আল্লাহ তাআলা প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন।"

উক্ত আয়াত দ্বারা আলোচ্য প্রাচীর সম্পর্কে তিনটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়– (১) ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীর ডিঙ্গাইতে সক্ষম হইবে না। (২) ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীরে কোন প্রকার ছিদ্র সৃষ্টি করিতে পারিবে না। (৩) নির্ধারিত সময় উপস্থিত তথা কেয়ামতের সময় নিকটবর্তী হইলে আল্লাহ তাআলা এই প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন।

পাঠকবর্গ! দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে এই কথা ভালভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক ঐ প্রাচীরে কোন ছিদ্র সৃষ্টি সম্ভব হইবে না, কিন্তু ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, প্রাচীরে অন্য কোন কারণে ছিদ্র সৃষ্টি হইতে পারিবে না বা ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক উহাতে ছিদ্র ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টাও চলিতে পারিবে না।

অতএব উপরোল্লিখিত উম্মুল মোমেনীন যয়নব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাদীছ এবং আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদীছ যেই হাদীছদ্বয়ের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানায় এই প্রাচীরে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে– এই হাদীছদ্বয় উক্ত আয়াতের বিরোধী কখনও নহে। এই হাদীছদ্বয়কে উক্ত আয়াতের বিরোধী মনে করা বোকামি বৈ নহে। কারণ আয়াতের মর্ম শুধু এই যে, এই প্রাচীরে ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক ছিদ্র হইতে পারিবে না, আর হাদীছদ্বয়ের মর্ম এই যে, হযরতের যমানায় আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতে ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হইয়াছে। হাদীছদ্বয়ের মধ্যে

কোথাও এইরূপ শব্দ নাই যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, এই ছিদ্র ইয়াজুজ-মাজুজ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, বরং আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে- فتح الله من ردم ياجوج وماجوج "ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ তাআলা ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।"

বোখারী শরীফে বর্ণিত যয়নব (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বণিত হাদীছদ্বয় ঐকমত্যপূর্ণ সহীহ্। কেহই এই হাদীছদ্বয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

ইবনে মাজা শরীফ ও তিরমিযী শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য একখানা হাদীছ- পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে, যাহার বিষয়বস্তু এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিন এই প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং ভেদ করার নিকটবর্তী হইয়া পর দিনের জন্য মুলতবী রাখে, ইত্যবসরে উহা পূর্ণ হইয়া যায়- তাহারা এইরূপই করিয়া চলিয়াছে। যখন কেয়ামত নিকটবর্তী হইবে এবং তাহাদের বাহির হইয়া পড়ার সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা "ইনশা আল্লাহ" এর বদৌলতে পরদিন উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে কৃতকার্য হইবে, এমনকি উহা ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং তাহারা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

এই হাদীছখানা সম্পর্কে ইবনে কাসীর (রঃ) একটু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী (সঃ) হইতে শ্রুত, না পরবর্তী কোন লোক ভুলবশতঃ এই ঘটনা আবু হোরায়রার মাধ্যমে নবী (সঃ)-হইতে বর্ণিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন? ইবনে কাসীর (রঃ) সন্দেহটা অতি হালকাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বক্তব্যের প্রথমে বলিয়াছেন لعل হয়ত এইরূপও হইতে পারে" এবং বক্তব্যের শেষে বলিয়াছেন, والله اعلم অর্থাৎ উক্ত ঘটনা আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী (সঃ) হইতে শ্রুত কি না সেই সন্দেহ সম্পর্কে আমি সঠিক কিছু বলিতে পারি না; প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন।

পাঠকবর্গ! হাফেয ইবনে কাছীর (রঃ) কর্তৃক উক্ত হাদীছে এই মামুলী সন্দেহটুকুও পোষণ করার কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনাকে তিনি وما استطاعوا له نقبا ইয়াজুজ-মাজুজগণ এই প্রাচীরে (নির্ধারিত সময়ের পূর্বে) ছিদ্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না"- কোরআনের এই আয়াত বিরোধী মনে করিয়াছেন। হাদীছটির সনদে কোন দোষ নাই। (তফসীর ইবনে কাসীর দ্রষ্টব্য)।

হাফেজ ইবনে কাসীর সাহেবের এই ধারণা যে, শুধুমাত্র মানবীয় দুর্বলতা তাহা সুস্পষ্ট। কারণ উল্লিখিত আয়াতের মর্ম শুধু এতটুকু যে, ইয়াজুজ-মাজুজ উক্ত প্রাচীরে ছিদ্র করিতে পারিবে না; ছিদ্র করার চেষ্টাও করিতে পারিবে না- আয়াতে এই কথার ইঙ্গিত-ইশারাও নাই, বরং আয়াতের মর্মের স্বাভাবিক তাৎপর্য ইহাই বলিতে হয় যে, তাহারা ছিদ্র করার চেষ্টা করিবে। তাই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, ছিদ্র করিতে সক্ষম হইবে না। আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছে ইহাই বলা হইয়াছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজরা প্রতিদিনই প্রাচীরে ছিদ্র করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রাচীর ভেদ করতঃ ছিদ্র সৃষ্টি সম্পন্ন করার পূর্বেই পরবর্তী দিনের জন্য কার্য মুলতবী রাখিয়া চলিয়া যায়, পর দিন আসিয়া দেখে যে, প্রাচীর পূর্বের ন্যায় অক্ষত হইয়া রহিয়াছে (ইহা আল্লাহ তাআলার কুদরত)। হাদীছের বর্ণনা যে কত সুস্পষ্ট তাহা লক্ষ্য করুন-

يحفرونه كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونه قال الذى عليه ارجعوا فستخرقونه غدا قال فيعيده الله كاشد ماكان حتى اذا بلغ

"ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিন আসিয়া প্রাচীর খনন করিতে থাকে, যখন ভেদ করার নিকটবর্তী হয় (অর্থাৎ এখনও ভেদ হয় নাই), তখন তাহাদের দলপতি আদেশ দেয়, তোমরা এখন বাড়ী চল; আগামী কাল আসিয়া ভেদ করিয়া ফেলিব, কিন্তু (তাহাদের যাওয়ার পর) আল্লাহ তাআলা উহাকে পূর্বাপেক্ষা মজবুতরূপে সম্পূর্ণ ও অক্ষত করিয়া দেন। এই অবস্থাই চলিতে থাকিবে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত- যেই সময় আল্লাহ তাআলা তাহাদের বাহির করিবার ইচ্ছা করিবেন।" এই হাদীছের বিষয়বস্তু এবং উক্ত আয়াতে কোন প্রকার বিরোধ বা গরমিল মোটেই নাই।

হাদীছখানার এই অংশ যে, حتى اذا بلغ مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس অর্থাৎ যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বাহির হওয়ার নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইবে তাহাদের সাধারণ মানুষের অঞ্চলে বাহির করিয়া দিবার, তখন তাহাদের দলপতি আল্লাহর উপর নির্ভরপূর্বক বলিবে, ইনশা আল্লাহ– আল্লাহ চাহে ত আগামীকাল ইহা ভেদ করিয়া ফেলিব। এই দিন আল্লাহ তাআলা উহা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ও অক্ষত করিবেন না, ফলে তাহাদের হস্তেই উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে। এই বিবরণ ত কোরআনেরই স্পষ্ট উক্তি– فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء "যখন পরওয়ারদেগার কর্তৃক নির্ধারিত সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে ধুলিসাৎ করিয়া দিবেন।" প্রতিদিন আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা ইয়াজুজ-মাজুজের খনন চেষ্টা ব্যাহত করিতেছেন এবং ভাঙ্গন সৃষ্টি প্রতিরোধ করিতেছেন। নির্ধারিত দিন উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যবস্থা করিবেন না, ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের হস্তে উহাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইবে– যাহা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়ই হইবে এমনকি আল্লাহর নামের উপর নির্ভরের বদৌলতেই তাহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে। অতএব, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাঙ্গন সৃষ্টি ইয়াজুজ-মাজুজের হস্তে হইলেও মূলতঃ ইহা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতেই।

পাঠকবর্গ! হাফেয ইবনে কাসীর সাহেব ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে বোখারী শরীফের পূর্বোল্লিখিত হাদীছদ্বয় সম্পর্কে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। বরং তিনি স্বীয় তফসীরে যয়নব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছখানা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই হাদীছ এমন ছহীহ যে, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই ইহাকে সহীহরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বোখারী শরীফে উল্লিখিত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছখানাও তদ্রূপই; ইহাকেও ইমাম বোখারী ও মুসলিম উভয়েই সহীহ্রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই হাদীছ দুইটি সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণের অবকাশ নাই।

আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অন্য আর একটি হাদীছ; যে হাদীছটি বোখারী-মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয় নাই; ইবনে মাজা ও তিরমিযী শরীফে বর্নিত হইয়াছে সেই হাদীছটি সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর সাহেব একটু দ্বিধাবোধ করিয়াছেন। কিন্তু যেই ধারণার ভিত্তিতে তাহা করিয়াছেন সেই ধারণা নিছক অবাস্তব। হাফেয ইবনে কাসীর সাহেবও সেই দ্বিধার অবকাশ সম্পর্কে নিজেই সঙ্কোচিত, যদ্দরুন তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষে والله اعلم প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জানেন" বলিয়া দ্বিধাবোধের দায়িত্ব এড়াইয়াছেন।*

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকাল খৃস্টপূব ২১০০ বা ২২০০ সন। (আরজুল কোরআন ২–৩)। তওরাতে বর্ণিত বিবরণ অনুসারে দেখা যায়, নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র "সাম"-এর বংশে "সাম"-এর আট পুরুষ পর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের

* হালের জনৈক বাংলাভাষার পণ্ডিত, শুধু পাণ্ডিত্যের জোরে লেখনীর বলে তফসীরকার সাজিয়া তফসীরুল কোরআন নামে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। কোরআন -হাদীছ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের স্বল্পতা পূর্বেও কয়েক স্থানে দেখান হইয়াছে। তিনি স্বীয় তফসীরে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে ছিদ্র হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ কয়টি সম্বন্ধে যেসব বেআদবী করিয়াছেন তাহা মুসলমানের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে। বোখারী-মুসলিম নহে, অন্য কিতাবের একটি মাত্র হাদীছ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর সাহেবের সামান্য সন্দেহের সঙ্কোচপূর্ণ উক্তিকে খুব ফলাও করিয়া উদ্ধৃত করতঃ তিলকে তাল বানাইয়া উহার আড়ালে এই বিষয় সম্পর্কিত সমুদয় হাদীছ তিনি এনকার করিয়াছেন। তাঁহার বাচালতা এতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে, উম্মুল মোমেনীন যয়নব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বর্ণিত রসূলুল্লাহ(সঃ)-এর একটি সতর্কবাণী সম্বলিত হাদীছকে ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এই সব রেওয়ায়েত কতকগুলি স্ত্রীলোকের খোশগল্প।" এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমসহ বিশ্ব জগতের সমস্ত মোহাদ্দেসগণের ঐকমত্য পূর্ণ ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই রেওয়ায়াতগুলির উপর কোন মতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না" তাহার এই সকল প্রলাপের সমর্থনে হাফেয ইবনে কাসীরের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়া সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে ধোকা দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছেন।, তাই মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

জন্ম ঃ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পিতার নাম তওরাতে উল্লেখ আছে "তারেখ", কিন্তু কোরআন মজীদে "আযর্" উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে নানারূপ মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে, "তারেখ" আসল নাম এবং "আযর্" ডাক নাম; উভয় নামের ব্যক্তি একজনই।

এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ "বাবেল" (বেবিলন) নামক অঞ্চলে "ফাদ্দানে আরাম" এলাকায় "ওর" নামক বস্তিতে ইব্রাহীম (আঃ) জন্ম লাভ করেন।

হযরত ইব্রাহীমের দেশবাসী বিভিন্ন দেব-দেবীর এবং চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রের পূজা করিত। এতদ্ভিন্ন তাহারা তাহাদের রাজাকে মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করিত। ইব্রাহীম (আঃ) প্রথমতঃ স্বীয় পিতাকেই মূর্তি পূজা বর্জন ও এক আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। অতঃপর সমস্ত দেশবাসীকেও এই দিকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগকে সত্য বুঝাইবার বিভিন্ন কৌশলও করিয়া ছিলেন। তৎকালীন অতি প্রতাপশালী বাবেল সিংহাসনের অধিপতি, দেশবাসীর উপাস্য ও মাবুদ পরিগণিত রাজা নমরূদকেও তিনি তবলীগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদের খোদায়ী দাবীর বিরুদ্ধে এবং মাবুদে বরহকের পরিচয় দিতে নমরূদের মোকাবিলায় বিতর্ক-বাহাসও করিয়াছিলেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও দেশবাসী হযরত ইব্রাহীমের আহ্বানে সাড়া দিল না, অবশেষে সকলের সাথে একমত হইয়া রাজা নমরূদ তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ফেলিল, আল্লাহ তাআলার কুদরতে তিনি অক্ষত রহিলেন।

দেশবাসীর আচরণে নিরাশ হইয়া ইব্রাহীম (আঃ) দেশত্যাগে হিজরত করিলেন এবং ফিলিস্তীনে কিছুকাল থাকিলেন। অতঃপর সত্য ধর্মের তবলীগ করিতে করিতে আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া মিসরে পৌঁছিলেন। পুনরায় মিসর হইতে ফিলিস্তীন আসিয়া তথায় স্থায়ী নিবাস করিয়াছিলেন, এমনকি এই দেশেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তথায় তিনি সমাহিত আছেন।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বহু ঘটনা কোরআন-হাদীছে বর্ণিত আছে। মে'রাজের রাত্রে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে। নবী (সঃ) তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছিলেন– مرحبا بك من ابنى ونبى বিশিষ্ট পয়গম্বর এবং আমার (বংশধর) পুত্র! আপনাকে জানাই মোবারকবাদ।

হাশরের মাঠে যখন সমস্ত মানুষ কষ্ট-যাতনায় অধীর হইবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করার প্রার্থনা লইয়া বড় বড় নবীগণের দ্বারে উপস্থিত হইবে তখন আদম (আঃ) সকলকে নূহ (আঃ)-এর নিকট যাইবার পরামর্শ দিবেন। নূহ (আঃ) পরামর্শ দিবেন যে, ايتوا خليل الرحمن তোমরা আল্লাহ তাআলার খলীল বা প্রিয় পাত্র হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট যাও।

১৬২৮। হাদীছ ঃ عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَا " كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ـ" وَاَوَّلُ مَنْ يُّكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمَ وَاِنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِىْ يُؤْخَذُبِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ اُصَيْحَابِىْ اُصَيْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْ مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ "وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ ..... اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ"

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, সমস্ত মানুষকে হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য পুনর্জীবিত করা হইবে এই অবস্থায় যে, তাহারা নগ্ন পা, উলঙ্গ শরীর এবং খাত্নাবিহীন হইবে। নবী (সঃ) স্বীয় উক্তির সমর্থনে কোরআনের

আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ـ

"আমি তোমাদিগকে প্রথমে যে অবস্থায় সৃষ্টি ও ভূমিষ্ট করিয়াছিলাম সেই অবস্থায়ই পুনর্জীবিত করিব– ইহা আমার অটল সিদ্ধান্ত, ইহা আমি করিবই।' (পারা– ১৭; রুকু– ৭)

(হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহাও বলিয়াছেন–) কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁহাকে কাপড় পরান হইবে, তিনি হইবেন (হযরত) ইব্রাহীম (আঃ)।

(হযরত (সঃ) আরও ফরমাইলেন,) একদল লোক– যাহারা আমার দলীয় মনে হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে বাম দিকের তথা দোযখের পথে লইয়া যাওয়া হইবে। তখন আমি বলিতে থাকিব, "উসায়হাবী, উসায়হাবী– তাহারা ত আমার দলের, তাহারা ত আমার দলের।" তখন উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিবেন, ইহারা (প্রকাশ্যে আপনার দলীয় তথা মুসলমান হওয়ার দাবীদার ছিল, কিন্তু বস্তুত ইহারা) আপনার পরে সদা আপনার বিরোধী পথের যাত্রী ছিল। এতদশ্রবণে আমি খোদার প্রিয় বান্দা ঈসা আলাইহিস সালামের ন্যায় এই বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব–

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ .....

অর্থঃ যাবত আমি এই লোকদের মধ্যে অবস্থানরত ছিলাম তাবত তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। অতঃপর যখন আপনি (হে আল্লাহ!) আমাকে তাহাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিয়া আসিয়াছেন তখন হইতে (পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণের সুযোগ আমার থাকে নাই); একমাত্র আপনিই তাহাদের সব কিছুর পর্যবেক্ষণকারী ছিলেন; আপনি ত সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ রাখেন। ইহাদিগকে যদি আপনি শাস্তি দেন তবে (বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই); তাহারা আপনারই সৃষ্ট দাস। আর যদি তাহাদের ক্ষমা করেন তবে (কৈফিয়ত চাওয়ার কেহ নাই;) আপনি সর্বাধিপতি, হেকমতওয়ালা। (পারা– ৭ ; রুকু– ৫)

ব্যাখ্যাঃ কেয়ামতের দিন সকল মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হওয়া সম্পর্কে উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, الرجال والنساء নারী-পুরুষ সকলে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হইবে? তদুত্তরে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন, সেই সময়ের অবস্থা এতই গুরুতর ও ভয়ঙ্কর হইবে যে, এই দিকে কোন খেয়াল করার বা পরস্পর লক্ষ্য করার সুযোগ ও চেতনা কাহারও মোটেই থাকিবে না।

কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) সর্বাগ্রে পরিধেয় পাইবেন। আল্লাহ তাআলার জন্য তিনি খোদাদ্রোহীগণ কর্তৃক উলঙ্গ অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; হয়ত উহার প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে এই সম্মান দান করিবেন।

যাহারা শুধু বাহ্যিকরূপে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত তথা মুসলমান দলভুক্ত; কার্যত তাঁহার আদর্শের পরিপন্থী জীবন যাপন করিতে থাকে, এই হাদীছ শ্রবণে তাহদের বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া কর্তব্য। এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে হিসাব-নিকাশের দিন তাহারা দোযখের পথে যাইতে বাধ্য হইবে এবং হযরতের শাফাআ'ত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা– এই অবস্থা হইতে আমরা আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

১৬২৯। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা "আযর"-কে এই অবস্থায় দেখিতে পাইবেন যে, (ভীষণ কষ্ট-যাতনা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দরুন) তাহার মুখ বিবর্ণ কাল হইয়া রহিয়াছে চেহারা যেন

ছাই-মাটিতে মাখা। তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাহাকে বলিবেন, আমি (দুনিয়ায়) তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না! (কিন্তু তুমি তখন ঈমান হইতে ফিরিয়া রহিয়াছিলে, তাই আজ তোমার এই অবস্থা।) তখন "আযর" বলিবে, আজ হইতে আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না। (কিন্তু তখনকার এই কথায় কোন ফল হইবে না।)

অতপর ইব্রাহীম (আঃ) পিতার অবস্থায় মর্মাহত হইয়া আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ করিবেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে আশা দিয়াছিলেন, পুনরুত্থানের তথা কেয়ামতের দিন আমাকে লজ্জিত করিবেন না। আমার পিতা, আপনার রহমত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে আমার জন্য তদপেক্ষা অধিক অপমান আর কি হইতে পারে? আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রবোধদানে বলিবেন, انى حرمت الجنة على الكافرين "আমি কাফেরদের জন্য চিরতরে বেহেশত হারাম করিয়া রাখিয়াছি।" (ঈমানহীন ব্যক্তি বেহেশত পাইবে না, চিরকাল সে দোযখের আযাব ভোগ করিবে। হযরত ইব্রাহীমের পিতা যেহেতু ঈমানহীন কাফের, তাই সেও চিরকাল আযাব ভোগ করিবে, নাজাত পাইবে না। অবশ্য ইব্রাহীম (আঃ)-কে অপমান হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইবে যে,) অতঃপর বলা হইবে, হে ইব্রাহীম! নীচের দিকে দৃষ্টি করুন ত! ইব্রাহীম (আঃ) নীচের দিকে দৃষ্টি করিবেন এবং (পিতার স্থলে) সর্বশরীরে গলীজ মাখা একটি মুর্দারখোর জানোয়ার "হায়েনা" দেখিতে পাইবেন; উহার চার পা বাঁধিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

সারকথা, ইব্রাহীম (আঃ)-কে অপমান হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা এই করিবেন যে, তাঁহার পিতা "আযর"-কে দোযখে নিক্ষেপ করার সময় একটি জানোয়ারের আকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া হইবে; কেহ যেন তাহাকে হযরত ইব্রাহীমের পিতা বলিয়া পরিচয় পাইতে না পারে।

বিশেষ শিক্ষা ঃ ঈমান না থাকিলে কোন সম্বন্ধই মানুষের কাজে আসিবে না, উল্লিখিত ঘটনা উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ন্যায় বিশিষ্ট নবী– যাঁহাকে আল্লাহ তাআলা "খলীলুল্লাহ– আল্লাহর দোস্ত" আখ্যা দিয়াছেন; "আযর" এইরূপ নবীর পিতা হইয়াও ঈমান না থাকায় নাজাত পাইল না। ইব্রাহীম (আঃ) পরওয়ারদেগারের নিকট ফরিয়াদ করিয়া এবং স্বীয় মান-ইজ্জতের দোহাই দিয়াও তাহাকে দোযখ হইতে বাঁচাইতে পারিলেন না। আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে অপমান হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু "আযর'-কে দোযখ হইতে রেহাই দিলেন না; ইহা ঈমান না থাকার পরিণতি।

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আরও দুই জনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ আছে–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَةَ نُوْحٍ وَّامْرَاَةَ لُوْطٍ ـ

অর্থ ঃ কাফের ও ঈমানহীন থাকার পরিণতি যে কিরূপ তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম ও লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রীর ঘটনা লোকদিগকে শুনাইয়াছেন। তাহারা উভয়ে আমার বিশিষ্ট দুই জন বান্দার (নবীর) স্ত্রী ছিল, কিন্তু তাহারা সেই বান্দাদের খেয়ানত করিয়াছে– তাঁহাদের আদেশ মতে চলে নাই, ফলে তাহাদের স্বামী বিশিষ্ট নবী হইয়াও তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার আযাব হইতে বিন্দুমাত্র বাঁচাইতে পারেন নাই; তাহাদের উভয়ের জন্য আল্লাহ তাআলার আদেশই প্রবর্তিত রহিয়াছে যে, অন্যান্য ঈমানহীনদের সঙ্গে তোমরাও দোযখে প্রবেশ কর।

পক্ষান্তরে (নিজে ভাল হইতে চাহিলে কোন শক্তিই যে তাহাকে রুখিতে পারে না উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তাআলা ফেরআউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন– (কি করুণ দৃশ্য ছিল) যখন তিনি (ফেরআউনের ন্যায় খোদায়ী দাবীদার স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত হইতেছিলেন, কিন্তু স্বীয় ঈমান দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া রাখিতেছিলেন এবং) ফরিয়াদ করিতেছিলেন, হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আপনার নৈকট্য লাভের স্থান বেহেশতের মধ্যে আমার জন্য একটি ঘর তৈয়ার করিয়া রাখুন। (সেই ঘরে যাইয়া আপনার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে আমি যেন চির শান্তি উপভোগ করিতে পারি।) হে পরওয়ারদেগার। আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন

ফেরআউন হইতে (সে যেন আমার ঈমান নষ্ট করিতে না পারে) ও তাহার কার্য কলাপ হইতে (উহার দ্বারা যেন আমি প্রভাবান্বিত হইয়া ঈমান হইতে বঞ্চিত না হই) এবং (ফেরআউনের ন্যায়) সমস্ত স্বৈরাচারীদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। (পারা–২৮ শেষ)

ফেরআউন স্বীয় স্ত্রী আছিয়ার ঈমানের সংবাদে ভীষণ ক্রোধান্বিত হইল এবং তাঁহার উপর কঠোর শাস্তির আদেশ দিল। তাঁহাকে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত যমীনে উর্ধ্বমুখী শোয়াইয়া হাতে-পায়ে লোহার খিল দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হইল। বিবি আছিয়া (রাঃ) সেই পৈশাচিক অত্যাচারে থাকিয়াও ঈমান রত্ন আঁকড়াইয়া রাখিতেছিলেন এবং সেই দুর্যোগের মধ্যেই এই দোয়া করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁহার দোয়া কবুল হওয়ার কিছু নমুনা খোলা চোখে দেখাইয়াছিলেন– বিবি আছিয়া সেই অবস্থায়ই বেহেশতের মধ্যে তাঁহার জন্য নির্মিত বালাখানা স্বচক্ষে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। (বয়ানুল কোরআন)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ "আযর" সম্পর্কে যাহা উল্লেখ হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন তাহার চেহারা ছাই-মাটিতে মাখান অবস্থায় দেখা যাইবে– আল্লাহ তাআলার নাফরমানদের এই অবস্থাই হইবে। তাহারা হাশর ময়দানের ভীষণ অবস্থা ও সম্মুখস্থ দোযখের ভীষণ তর্জন-গর্জনে ভীত-সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত হওয়ার জিল্লতী ও অপমানে তাহাদের চেহারা এইরূপ হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার ফর্মাবরদার মোমেন বান্দাগণ আনন্দোৎফুল্লিত হইবেন, তাঁহাদের চেহারায় আনন্দ-উল্লাসের আভা দেখা যাইবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ের বর্ণনা দান করিয়াছেন। যথা–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ـ

অর্থ ঃ সেই দিন (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ, হাশরের ময়দান ও কেয়ামতের দিন– যেদিন মানুষ স্বীয় ভাই-বন্ধু, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র হইতে দুরে সরিয়া থাকিবে এবং নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে– সেই দিন) অনেকের চেহারা উজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল হইবে। পক্ষান্তরে অনেকের চেহারা উহার বিপরীত বিশ্রী বিবর্ণ ও কুৎসিৎ ছাই-মাটি মাখা হইবে এবং সমস্ত মুখমণ্ডল ভাবনা-চিন্তায় ও আতঙ্কে ভারাক্রান্ত হইবে। এই লোকগুলি ঐ সব মানুষ যাহারা আল্লাহদ্রোহী, আল্লাহর নবীর আদর্শ বিরোধী ছিল।

(পারা– ৩০; সূরা আ'বাছা)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ..... وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ـ

"সেই (কেয়ামতের) দিন অনেকের চেহারা বিমর্ষ ভীষণ ক্লান্তিপূর্ণ দুঃখ-যাতনায় জর্জরিত হইবে; পরিশেষে ভীষণ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আর অনেকের চেহারা ঐ দিন উল্লাসভরা, আনন্দোৎফুল্ল, স্বীয় কৃত-কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, অতি উচ্চ মর্তবায় বেহেশতে স্থান লাভ করিবে।" (৩০ পাঃ ছুরা গাশিয়া)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ .....

অর্থঃ রসূল ও কিতাব মারফত আল্লাহর দ্বীন পৌছিবার পরও যাহারা সেই দ্বীন গ্রহণ করে নাই, তাহাদিগকে ভীষণ আযাব ভোগ করিতে হইবে সেই দিন– যেদিন অনেকের চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং অনেকের চেহারা কাল বিবর্ণ হইবে। বিবর্ণ কাল চেহারাওয়ালাদের দলকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলা হইবে, তোমরাই না ঈমান লাভের সুযোগপ্রাপ্তির পরও কুফরী করিয়াছ? এখন সেই কুফরীর দরুন আযাব ভোগ কর। পক্ষান্তরে যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে তাহারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতে (তথা বেহেশতে স্থান লাভ করিবেন এবং তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস করিবেন। (পারা– ৫; রুকু– ২)

ইব্রাহীম (আঃ) পিতার দুরবস্থাদৃষ্টে মর্মাহত হইয়া তাহাকেই তাহার অবস্থার জন্য দায়ী করিবেন এবং বলিবেন, "আমি কি তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, আমার বিরুদ্ধাচারণ করিবে না।" ইব্রাহীম (আঃ) পিতাকে এবং জাতিকে যেভাবে সত্য পথের দিকে ডাকিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে।

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۔ اِنِّىْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔

(একটি স্মরণীয় ঘটনা)– যখন ইব্রাহীম স্বীয় পিতা "আযর"কে বলিয়াছিলেন, তুমি কি কতকগুলি প্রতিমাকে মাবুদ বানাইয়াছ? আমি ত দেখিতেছি, তুমি এবং তোমার জাতি স্পষ্ট বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় পতিত।

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۔

(এইভাবে আমি ইব্রাহীমকে দেবদেবী পূজার জঘন্যতা ও কদর্যতার উপলব্ধি দিয়াছিলাম, যদ্দ্বারা তিনি স্বীয় জাতির সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।) আর এইরূপে নিম্ন জগতের ও সৌর জগতের (সর্বত্র যে একমাত্র আমারই সার্বভৌম আধিপত্য রহিয়াছে তাহার নিদর্শনরূপে উভয় জগতের) সৃষ্ট বস্তুনিচয়কে জ্ঞান ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে দেখিবার শক্তি ইব্রাহীমকে আমি দান করিয়াছিলাম– আমার মা'রেফত বা পরিচয় যেন তাহার দৃষ্টিতে অতি উজ্বলরূপে প্রকাশিত হয়) এবং যেন চোখে দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারেন এই উদ্দেশে।

সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা বাস্তব মাবুদের সন্ধান লাভ এবং গর্হিত মা'বুদ হইতে পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে মারেফতের দৃষ্টির মাধ্যমে। মা'রেফত অর্থ মহান আল্লাহর গুণাবলীর সম্যক জ্ঞান– সেই মা'রেফত হাসিল করিয়া ইব্রাহীম (আঃ) নিজেও মহান আল্লাহর সম্পর্কে অধিক দৃঢ়তা লাভ করিবেন এবং নক্ষত্রপূজক জাতিকেও দক্ষতার সহিত বুঝাইতে পারিবেন।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۔ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَااُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۔

সেমতে একদা রাত্রির গভীর অন্ধকারে তিনি একটি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং (সৃষ্ট বস্তু হইতে খোদার মা'রেফত লাভের সবক দানে নক্ষত্রপূজক জাতিকে) বলিলেন, (তোমাদের বিশ্বাসে) এই নক্ষত্রটি আমার এক মা'বুদ। অতঃপর যখন নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়া গেল তখন তিনি (তাহাদেরকে) বলিলেন, যে বস্তু অস্তমিত হইয়া যায় (উহা মা'বুদ হইতে পারে না,) আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারি না।

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ ۔

অতঃপর যখন চন্দ্রকে দেখিলেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে তখন তিনি (ঐরূপে) বলিলেন, ইহা আমার আর এক মা'বুদ হইবে। যখন চন্দ্র অস্তমিত হইয়া গেল তিনি বলিলেন, (এই অস্তগামী বস্তুও আমার মা'বুদ হইতে পারে না। এই বাস্তব জ্ঞান আল্লাহর বিশেষ দান)। আমার প্রভু যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি বিভ্রান্তদের দলভুক্ত হইয়া যাইব।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَا اَكْبَرُ ۔ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۔

অতপর সূর্যকে দেখিলেন দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তখন তিনি (ঐরূপেই) বলিলেন, ইহা আমার আর এক মা'বুদ হইবে– ইহা ত পূর্বের সবগুলি হইতে বড়। কিন্তু যখন সূর্য অস্তমিত হইল তখন তিনি স্বীয় জাতিকে বিশেষরূপে বলিলেন, তোমাদের গর্হিত মা'বুদগুলির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۔

আমি ত সব কিছু ত্যাগপূবক আমার লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছি একমাত্র সেই মাবুদের প্রতি, যিনি আকাশ-পাতাল সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা; কাহাকেও আমি তাঁহার শরীক গণ্য করি না।

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۔ قَالَ اَتُحَآجُّوْنِیْ فِی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِکُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْئًا وَسِعَ رَبِّیْ کُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ۔ اَفَلَا تَتَذَکَّرُوْنَ ۔

(চোখে দেখা অবস্থায় ভুল ধরাইবার পরও) তাঁহার জাতি তাঁহার সঙ্গে হঠকারিতাপূর্ণ তর্কে লিপ্ত হইল। (তাহাদের মাবুদগণ ইব্রাহীমের ক্ষতি করিবে ভয় দেখাইলে) ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে আমার সঙ্গে তর্ক কর? অথচ আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ দেখার তওফিক দিয়াছেন। তোমরা তোমাদের গর্হিত মাবুদদের ভয় দেখাও; আমি এই সব ভয় করি না। অবশ্য যাহার মাবুদ হওয়া আমি প্রচার করি, তিনি ইচ্ছা করিলে সব কিছু করিতে পারেন। আমার মাবুদ সব কিছু জ্ঞাত আছেন। তোমরা এই বাস্তব তা উপলব্ধি করিতেছ না কেন? (পারা- ৭; রুকু- ১৫)

وَاذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ اِبْرٰهِیْمَ اِنَّهٗ کَانَ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا ۔

এই কিতাবের মাধ্যমে আপনি (জগদ্বাসীর নিকট) ইব্রাহীমের ঘটনা উল্লেখ করুন। তিনি ছিলেন খাঁটি ও সত্যের প্রতীকবিশিষ্ট নবী।

اِذْ قَالَ لِاَبِیْهِ یٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِیْ عَنْکَ شَیْئًا ۔

একটি ঘটনা- যখন তিনি বলিয়াছিলেন নিজ পিতাকে, হে আমার পিতা! কেন এমন সব জড় বস্তুর পূজা করিতেছ যাহারা না পারে শুনিতে, না পারে দেখিতে, না পারে তোমার কোন উপকার করিতে?

یٰٓاَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جَآءَنِیْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَاْتِکَ فَاتَّبِعْنِیْٓ اَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا ۔

হে আমার পিতা! এমন জ্ঞান আমি লাভ করিয়াছি যাহা তোমার লাভ হয় নাই, অতএব তুমি আমার অনুসরণে চল, আমি তোমাকে সরল সত্য পথ দেখাইব।

یٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْطٰنَ اِنَّ الشَّیْطٰنَ کَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِیًّا ۔

হে আমার পিতা! তুমি শয়তানের গোলামী করিও না, নিশ্চয় শয়তান দয়াময় আল্লার নাফরমান।

یٰٓاَبَتِ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ یَّمَسَّکَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَکُوْنَ لِلشَّیْطٰنِ وَلِیًّا ۔

হে আমার পিতা! আমার আশঙ্কা হইতেছে, দয়াময় আল্লাহর তরফ হইতে আযাব তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে, ফলে তুমি (আযাব ভোগেও) শয়তানের সাথী হইয়া পড়িবে।

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْ یٰٓاِبْرٰهِیْمُ ۔ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِیْ مَلِیًّا ۔

পিতা বলিল, ইব্রাহীম। তুমি কি আমার পূজ্য মাবুদগুলি হইতে মুখ ফিরাইতেছ? এই কার্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিব; দূর হও তুমি আমার নিকট হইতে চিরদিনের জন্য।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَیْکَ سَاَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّیْ اِنَّهٗ کَانَ بِیْ حَفِیًّا ۔

ইব্রাহীম বলিলেন, তোমায় আমি সালাম করি; (আর কিছু বলিব না। অবশ্য তোমার জন্য চেষ্টা করিব–) আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট তোমার ক্ষমা মাগফেরাতের (ব্যবস্থা তথা ঈমানের) জন্য দরখাস্ত করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহরবান। (পারা– ১৬; রুকু–৬)।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ

হে রসূল! বিশ্ববাসীকে ইব্রাহীমের ঐ সময়ের ঘটনা শুনান– যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কিসের পূজা করিয়া থাক?

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, আমরা কতিপয় মূর্তির পূজা করিয়া থাকি এবং উহাদের তপস্যায় আমরা বসিয়া থাকি।

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ـ

ইব্রাহীম বলিল, যখন তোমরা এইগুলিকে ডাক তখন কি তাহারা তোমাদের ডাক শুনে অথবা তোমাদের কি কোন লাভ-লোকসান পৌঁছাইতে পারে?

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ـ

তাহারা বলিল (এইরূপ কোন শক্তি তাহাদের নাই), বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এইরূপ করিতে (তথা উহাদের পূজা করায় লিপ্ত) পাইয়াছি।

قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ـ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ـ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমরা চিন্তা করিতেছ কি? যাহাদের পূজা করিয়াছ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষরা; নিশ্চয় ইহারা আমার (তোমাদের প্রত্যেকের) শত্রু (ইহাদের উপাসনা সকলকে জাহান্নামে পৌঁছাইবে)। অবশ্য সারা জাহানের পরওয়ারদেগার যিনি (তাঁহার এবাদত-উপাসনা স্বর্গের অধিকারী করে এবং তিনি সর্বোপকারী।)

اَلَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ـ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ـ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ـ وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ـ وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ـ

যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর আমাকে সঠিক পথ দেখাইয়া থাকেন– যিনি সদা আমার পানাহার যোগাইয়া থাকেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে নিরাময় করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাইবেন অতঃপর পুনজীবিত করিবেন এবং যাহার প্রতি আমি এই আশা পোষণ করিয়া থাকি যে, প্রতিফলের দিন তিনি আমার দোষ-ত্রুটি মাফ করিয়া দিবেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ـ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ـ

হে পরওয়ারদেগার! আমাকে হেকমত (মা'রেফতের গভীর জ্ঞান) দান করুন এবং আপনার বিশিষ্ট

বান্দাদের দলভুক্ত রাখুন এবং আমাকে এইরূপ কার্যের তওফীক দিন যদ্দ্বারা পরবর্তীদের মধ্যে আমার নেক্‌নামী থাকে এবং আমাকে নেয়ামতময় বেহেশতের অধিকারী করুন।

وَاغْفِرْ لِاَبِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ـ وَلَاتُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ـ يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَّلَابَنُوْنَ ـ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ

পরওয়ারদেগার! (ঈমানের তওফীকদানে আমার পিতার মাগফেরাত (ক্ষমার ব্যবস্থা) করিয়া দিন; সে ত গোমরাহদের দলভুক্ত রহিয়াছে। আর আমাকে পুনরুত্থানের দিন অপমানিত করিবেন না; যেদিন ধন-সম্পদ, আল-আওলাদ কাহারও (নাজাতের) কাজে আসিবে না; অবশ্য যে (কুফরী শেরেকী হইতে) পবিত্র অন্তর লইয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছিবে তাহার জন্যই নাজাত। (পারা– ১৯; রুকু– ৯)

এই আয়াতে হযরত ইব্রাহীমের একটি দোয়ার উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি পিতার অবস্থায় নিরাশ হইয়া কেয়ামতের দিন তাহার আযাব ও শাস্তির আশঙ্কা করিলেন এবং পিতার দুরবস্থা পুত্রের পক্ষে অপমানের কারণ হয়, তাই দোয়া করিলেন হে খোদা! তুমি কেয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করিও না।

ইব্রাহীম (আঃ) বিশিষ্ট নবী, আল্লাহর খলীল বা দোস্ত; অতএব তাঁহাদের দোয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়া সুনিশ্চিত। সেইরূপ দৃঢ় আশার সূত্রেই পূর্বে বর্ণিত হাদীছে হযরত ইব্রাহীমের ফরিয়াদে তাঁহার এই উক্তির উল্লেখ রহিয়াছেন যে, "হে পরওয়ারদেগার! আমাকে আশা দিয়াছিলেন পুনরুত্থানের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত ও অপমানিত করিবেন না।"

১৬৩০। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, আল্লাহর নবী ইব্রাহীম (আঃ) নিজ হস্তে নিজের খতনা করিয়াছিলেন আশি বৎসর বয়সকালে কুঠারের সাহায্যে।

ব্যাখ্যা ঃ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পূর্বে খতনা করার নিয়ম ছিল না। সর্বপ্রথম তিনি ইহার জন্য আদিষ্ট হন। যখন আল্লাহ তাআলার এই আদেশ তাঁহার নিকট পৌঁছিল তখন তাঁহার বয়স ছিল আশি বৎসর। তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে কতদূর ফর্মাবরদার ও উদগ্রীব ছিলেন তাহা উপলব্দি করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, আশি বৎসরের বৃদ্ধ বয়সে খতনা করার ন্যায় কঠিন কাজ আল্লাহ তাআলার আদেশে অতি তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিলেন। এমনকি আদেশ প্রাপ্তির সময় তাঁহার নিকট কাষ্ঠ কাটার কুঠার ছিল, আর কোন অস্ত্র ছিল না; আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে বিলম্ব হয় এই আশঙ্কায় আদেশ পৌঁছার সাথে সাথে কুঠারের সাহায্যেই তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে নিজের খতনা কার্য সম্পন্ন করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) হাবীবুল্লাহ– আল্লার প্রিয় বন্ধু উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি ভিন্ন একমাত্র ইব্রাহীম (আঃ) "খলীলুল্লাহ– আল্লাহর দোস্ত" এই উপাধি পাইয়াছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভীষণ কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; তিনি সেই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর মহব্বত ও পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দানে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। যাহাতে তিনি "খলীলুল্লাহ" উপাধি লাভ করেন। তিনি যে কঠিন কঠিন পরীক্ষার

সম্মুখীন হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পবিত্র কোরআনেই তাহার উল্লেখ রহিয়াছে (পারা–১; রুকু–১৫)

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ .....

যখন ইব্রাহীমের পরওয়ারদেগার তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন কতিপয় বিষয়ের দ্বারা এবং তিনি সব বিষয়ে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করিলেন; তখন আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি আপনাকে লোকদের ইমাম বানাইব এবং আদর্শ হওয়ার মর্যাদা দান করিব।"

আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে যেসব কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত খাতনার ঘটনা একটি। তদপেক্ষা কঠিন ঘটনারও সম্মুখীন তিনি হইয়াছিলেন। যথা– অতি আদরের দুগ্ধ পোষ্য শিশু ইসমাঈলকে তাঁহার মাতাসহ জনশূন্য এলাকায় আল্লাহর হুকুমে ছাড়িয়া যাওয়া– যাহা বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং পুত্রকে আল্লাহর নামে কোরবানী করার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনে আছে। আরও একটি ঘটনা– স্ত্রী ছারা (রাঃ)-কে নিয়া জালেম রাজার বিপদে পড়া।

অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিবরণ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ـ

আমি ইব্রাহীমকে প্রথম হইতে সুবুদ্ধি দিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার প্রতিভা যোগ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ ـ قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, যেসব প্রতিমা মূর্তিগুলির উপাসনায় তোমরা জমায়েত হও সেইগুলি কি? (এইগুলি কি উপাসনার যোগ্য) তাহারা বলিল, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এই সবের পূজা করিতে পাইয়াছি।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ قَالُوْا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমাদের বাপ-দাদা স্পষ্টতর গোমরাহীর মধ্যেই ছিল এবং তোমরাও তাহাতে আছ। তাহারা বলিল, ইব্রাহীম! তোমার এই উক্তি কি তোমার ধারণা বিশ্বাস, না হাসিঠাট্টা করিতেছ?

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, (বাস্তবিকই এই সব উপাস্য বা মাবুদ নহে;) বরং উপাস্য, মাবুদ তোমাদের আমাদের সকলের প্রভু-পরওয়ারদেগার তিনিই, যিনি সমস্ত আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। এই উক্তি আমি সর্ব সমক্ষে ঘোষণারূপে প্রকাশ করিতেছি।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ـ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ـ

খোদার কসম– তোমরা এখান হইতে যাওয়ার পর তোমাদের এই প্রতিমা মূর্তিগুলির একটা ব্যবস্থা করিবই। সেমতে তিনি একদা সেইগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, শুধু বড় একটা মূর্তি বাকী রাখিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য– লোকগণ এই ঘটনা দেখিলেই সকলে তাঁহার নিকট আসিবে (এবং তাহাদের তিনি এইগুলির অক্ষমতা চাক্ষুষ দেখাইয়া দিবেন)।

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ ـ

তাহারা (পূজাশালার অবস্থাদৃষ্টে) খোঁজ করিতে লাগিল, আমাদের উপাস্য দেবতাদের সঙ্গে এই ব্যবহার কে করিল? যে করিয়াছে সে নিশ্চয় বড় অন্যায়কারী অপরাধী। কিছু লোক বলিল, একটা যুবককে শুনিয়াছি– সে এই সব উপাস্য দেবতাদের সমালোচনা করিয়া থাকে– তাহার নাম "ইব্রাহীম।"

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ـ قَالُوْا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰاِبْرَاهِيْمُ ـ

সকলে বলিল, সেই যুবককে সর্বসমক্ষে উপস্থিত কর, সকলে তাহাকে দেখুক। (উপস্থিতির পর) জিজ্ঞাসিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের দেবতাদের সঙ্গে এই ব্যবহার করিয়াছ?

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ـ

ইব্রাহীম বলিলেন, বরং (আমি বলি,) এই বড় প্রতিমাটি এই কাজ করিয়াছে;* (এখন) ইহাদেরকেই জিজ্ঞাসা কর না– যদি ইহাদের কথা বলিবার শক্তি থাকে।

فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ ـ

(ইব্রাহীম (আঃ) ইঙ্গিত করিলেন, ঘটনার বিবরণ উপাস্যদেরকেই জিজ্ঞাসা কর! এরা যদি এমনই নিষ্ক্রিয় হয় যে, কিছু বলার সামর্থ্য তাহাদের নাই, তবে ইহারা উপাস্য হইতে পারে কিরূপে? এই তথ্যের ইঙ্গিতে তিনি উপস্থিত লোকগণকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিলেন; শেষ পর্যন্ত তাহাদের উত্তেজনা হ্রাস পাইল।) এমনকি তাহারা নিজ নিজ অন্তরে চিন্তা করিয়া পরস্পর বলাবলি করিল, বাস্তবিকই তোমরা না-হক অন্যায়ের পথে আছ। অতঃপর তাহারা মাথা হেঁট করিয়া বলিল, ইব্রাহীম! তুমি ত বুঝই যে, এই সব প্রতিমাগুলি কথা বলিতে পারে না।

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

(এই স্বীকারোক্তির সুযোগে) ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন (নিষ্ক্রিয় অক্ষম জড়) বস্তুর এবাদত উপাসনা কর, যাহারা তোমাদের কোন হিত অহিত করিবার ক্ষমতা রাখে না। (তাহারা নিজেদের আত্মরক্ষা বা তৎসম্পর্কে কিছু বলিবার পর্যন্ত শক্তি রাখে না।) ধিক তোমাদের উপর এবং তোমাদের মন গড়া মাবুদগুলির উপর। তোমরা কি অবুঝ এতটুকুও বুঝ না?

* হযরত ইব্রাহীমের এই কথার তাৎপর্য পরবর্তী ১৬৩৪ হাদীছের ব্যাখ্যায় দেখুন।

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ـ

(তাহারা নিরুত্তর হইল, কিন্তু গোঁয়ার্তুমির নীতিতে) সকলে বলিয়া উঠিল, ইব্রাহীমকে আগুনে পোড়াও এবং স্বীয় মাবুদগণের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ কর, যদি তোমাদের কিছু করিতে ইচ্ছা হয়।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ـ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ـ

আমি (সেই আগুনকে) আদেশ করিলাম, হে আগুন! ইব্রাহীমের পক্ষে শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও। তাহারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিল; আমি তাহাদিগকেই অকৃতকার্য ক্ষতিগ্রস্ত করিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ـ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ـ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

(ইব্রাহীমের একটি স্মরণীয় ঘটনা–) যখন তিনি স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি সব বস্তুর উপাসনা কর? আল্লাহকে ছাড়িয়া এই সব গর্হিত মাবুদকে চাহিতেছ? তাহা হইলে সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ـ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ـ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ـ فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ـ مَالَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ـ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ـ

(এক দিনের ঘটনা– দেশবাসী মেলায় যাইবে; ইব্রাহীম (আঃ)-কেও যাইতে বলিল)। ইব্রাহীম (আঃ) নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাইলেন ও বলিলেন, আমি অসুস্থ। সেমতে তাহারা তাঁহাকে বাড়ীতেই ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি তাহাদের মূর্তিগুলির নিকটে গেলেন এবং (উহাদের সম্মুখে মিঠাই-মণ্ডার ভেট দেখিয়া উপহাস ব্যঙ্গ করতঃ) বলিলেন, কি হে! তোমরা খাও না কেন? তোমরা নিরুত্তর রহিয়াছ কেন? এই বলিয়া সেইগুলিকে জোরে আঘাত করিলেন (ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।)

فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ـ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ـ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ـ قَالُوْا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ـ

অতঃপর সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, নিজ হাতে চাঁছিয়া -ছিলিয়া যেসকল প্রতিমা মূর্তি বানাও সেইগুলিকেই মাবুদরূপে গ্রহণ কর তোমরা? অথচ তোমাদিগকে এবং তোমাদের কৃত সমুদয় আমলকে সৃষ্টি করেন আল্লাহ (ইহা কত বড় অন্যায়! তখন তাহারা (দলীল প্রমানে অক্ষম গোঁয়ারের ন্যায়) সিদ্ধান্ত করিল যে, ইব্রাহীমের (শাস্তির) জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈয়ার কর, অতঃপর তাহাকে উহাতে নিক্ষেপ কর। فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ

সেমতে তাহারা ইব্রাহীমের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকেই অধঃপাত করিলাম।

১৬৩১। হাদীছ ঃ عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ رضى الله تعالى عنها اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

অর্থ উম্মে শরীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গিরগিট মারিবার আদেশ করিয়াছেন এবং হযরত (সঃ) ফরমাইয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) যখন কাফেরগণ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছিলেন তখন এই গিরগিটি অগি অধিক প্রজ্বলিত করার জন্য ফুঁক দিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ ইহাকে বলে "বোগ্‌জ ফিল্লাহ্‌- আল্লাহর মহব্বতে ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করা। ইহার বিপরীত হইল, হোব্ব ফিল্লাহ- আল্লাহর মহব্বতে মহব্বত রাখা। উভয়টি খাঁটি ঈমানের আলামত এবং উহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর প্রতি এত অনুরাগী থাকা যে, স্বভাবত আল্লাহ এবং আল্লাহর দোস্তদারদের বিরুদ্ধাচরণকারী ও শত্রুতা পোষণকারীদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠে এবং আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি মহব্বত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তাআলার প্রতি কত অধিক ও গভীর অনুরাগের ফলে এই স্বভাবের উদয় হইতে পারে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করিতে পারেন; এই জন্য এই ভাবকে ঈমানের বিশেষ আলামত ও শাখা বলা হইয়াছে।

কাফেররা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে পোড়াইয়া মারার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি আল্লাহ তাআলার কুদরতে রক্ষা পাইলেন। এই ঘটনার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসী হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দেশ ত্যাগপূর্বক হিজরতের সঙ্কল্প করিলেন-وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين "ইব্রাহীম (আঃ) সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িব, তিনি আমাকে কোন (ভাল) স্থানে পৌছাইবেন।"

এই বলিয়া তিনি ইরাক হইতে হিজরত পূর্বক সিরিয়ায় পৌছিলেন। কিছু দিন পর তথা হইতে মিশরে পৌছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট পুত্র লাভের এই দো'য়া করিলেন, "হে رب هب لى من الصلحين পরওয়ারদেগার! আমাকে নেক ফরজন্দ দান করুন।" তাঁহার দোয়া কবুল হইল "فبشرنه بغلم حليم তাঁহাকে বিশেষ ধৈর্যশীল একটি পুত্রের সুসংবাদ দান করিলাম।"

ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র লাভ করিলেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, কিন্তু সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পুত্র সম্পর্কেও তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন।

পুত্র কোরবানীর ঘটনা

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ـ

সেই পুত্র যখন পিতা ইব্রাহীমের সঙ্গে চলাফেরা করিতে পারে- (যে বয়সে পুত্রের স্নেহ-মমতা পূর্ণরূপে পিতাকে দখল করে; এই অবস্থাতে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সেই পুত্রকে কোরবানী করার আদেশ অর্থে স্বপ্ন দেখিয়া)। বলিলেন, হে বৎস! স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমি তোমাকে জবাই করিতেছি। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার মতামত কি?

قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

পুত্র উত্তর করিল, হে পিতা! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা সম্পন্ন করুন; ইনাশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন। (নবীর স্বপ্ন অহী, তাই তাহা আল্লাহর আদেশ অর্থে অকাট্য; উহার বাস্তবায়ন আবশ্যক।)

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ ـ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ـ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অতঃপর যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহর হুকুম পালনে পূর্ণ অনুগত হইলেন এবং পিতা পুত্রকে

(কোরবানী করিতে) অধঃমুখী শায়িত করিলেন এবং আমি পিতাকে এই বলিয়া ডাকিলাম– হে ইব্রাহীম! নিশ্চয় তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছ (তখনকার সেই দৃশ্য! বড়ই আশ্চর্যজনক ছিল।) এইরূপ (সৎসাহস ও উহার) প্রতিদান আমি নিষ্ঠাবান সৎকর্মশীল সমস্ত ব্যক্তিকেই দান করিয়া থাকি।

اِنْ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰؤُ الْمُبِيْنُ ۔ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۔ سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ۔

নিশ্চয় তাহা একটি বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল; (পিতা-পুত্র উভয়ই ইহাতে উত্তীর্ণ হইলেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রতিফল দান করিলাম) এবং (আল্লাহর নামে কোরবানী করার উপস্থিত মনস্পৃহা পূরণার্থ) কোরবানীর যোগ্য একটি পশু (দুম্বা) পুত্রের বদলে দান করিলাম। আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে তাঁহার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিলাম যে, সকলেই বলিবে– "ইব্রাহীমের প্রতি সালাম।"

(সূরা সাফ্‌ফাত– পারা– ২৩;রুকু–৭)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী লোকদের মধ্যে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকরণে বলিয়াছেন– সকলেই বলিবে, "ইব্রাহীমের প্রতি সালাম।" এই সালামের বাস্তবায়ন সাধারণত এইভাবে ত হয়ই– যে, তাঁহার নামের সঙ্গে "আলাইহিস সালাম– তাঁহার প্রতি সালাম" সচরাচরই বলা হয়; যাহা প্রত্যেক নবীর নামের সঙ্গেই হয়। তদুপরি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই বৈশিষ্ট্যও আছে যে, নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে নির্ধারিত দরূদ পড়ার বিধান আছে; সেই দরূদে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরূদ বিজড়িত রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছে তাহাই লক্ষ্য করুন। দরূদ ও সালাম উভয়টিই পাশাপাশি সম্মানসূচক দোয়া।

১৬৩২। হাদীছ ঃ আবু হোমায়দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি দরূদ কিরূপ হইবে? রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আইলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, তোমরা এইরূপ বলিবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

১৬৩৩। হাদীছ (৯৪০ পৃঃ) ঃ আবু ছায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমরা আরজ করিলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালামের রূপ ত আমরা (আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে) শিখিয়াছি; আপনার প্রতি দরূদের রূপ কি হইবে? হযরত (সঃ) বলিলেন, তোমরা এইরূপ বলিবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ۔

ব্যাখ্যা ঃ সকলের সুবিধার্থ সংক্ষেপ ও দীর্ঘতার ব্যবধানে হযরত (সঃ) ছাহাবীগণকে বিভিন্ন দরূদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোখারী শরীফে সেইরূপ তিনটি হাদীছে তিনটি দরূদ বর্ণিত আছে। দুইটি উপরোল্লিখিত এবং আর একটি যাহা এই দুইটি অপেক্ষা দীর্ঘ; ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাজহাবে তাহাই অগ্রগণ্য– প্রথম খণ্ডে "নামাযের বিভিন্ন মাসআলা" পরিচ্ছেদে পূর্ণ তরজমা ও ব্যাখ্যার সহিত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি দরূদেই "সালাত" তথা রহমত ও "বরকত" মঙ্গল ও কল্যাণের দোয়ায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নামের সহিত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নামও বিজড়িত আছে, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে এক একজন মুসলমানের মুখে প্রতিদিন ১০, ২০ বার উচ্চারিত হইতে থাকিবে। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তেও ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের জন্য এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য থাকা বিচিত্র নহে।

কাফের রাজা ও বিবি ছারার ঘটনা ঃ

১৩৩৪। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال (قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ ثَلٰثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِىْ ذَاتِ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ قَوْلُهُ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هٰذَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَاَةٌ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ اُخْتِىْ فَاَتٰى سَارَةَ قَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكَ وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكَ اُخْتِىْ فَلاَ تُكَذِّبِيْنِىْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَاَخِذَ فَقَالَ اُدْعِىَ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللّٰهَ ثُم تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَاُخِذَ مِثْلَهَا اَوْ اَشَدَّ فَقَالَ اُدْعِىَ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَاُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَمْ تَاْتُوْنِىْ بِاِنْسَانٍ اِنَّمَا اَتَيْتُمُوْنِىْ بِشَيْطَانٍ فَاَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَاَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَاَوْمَا بِيَدِهِ مَهْيَمْ قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِىْ نَحْرِهِ وَاَخْدَمَ هَاجَرَ۔ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ اُمُّكُمْ يَابَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ۔

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) (রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লাম হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) (সুদীর্ঘ জীবনের শত শত সঙ্কটপূর্ণ আপদ-বিপদেও সত্য নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি) কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেন নাই। হাঁ– তিনটি ঘটনায় (মহৎ উদ্দেশ্য লাভের খাতিরে নিজ ভাবার্থে বাস্তব, বাহ্যিক দৃষ্টিতে) অবাস্তব উক্তি তিনি করিয়াছেন। (ঐরূপ কৌশল অবলম্বনে একটি ঘটনায় ভাসা নজরে তাঁহার নিজের উপকার লাভের কিছুটা সম্পর্ক দেখা যায়, কিন্তু) উহার দুইটি ঘটনাই (এমন ছিল যে, উহাতে নিজ স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না), নিছক আল্লাহর (দ্বীন প্রচার ও বুঝাইবার) জন্য ছিল।

এই দুইটির একটি হইল– (স্বীয় পৌত্তলিক জাতিকে পৌত্তলিকতার অসারতা বুঝাইবার বিশেষ কৌশল অবলম্বন করার উদ্দেশে তিনি দেব-দেবীর মুর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করার সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। একদা যখন দেশবাসী মেলায় যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিল, তখন এই সুযোগে তাহাদের পেছনে থাকিয়া যাইবার জন্য) তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি রুগ্ন"।

আর একটি হইল– (এই ঘটনায়ই যখন তাহারা আসিয়া দেব-দেবীগুলি ভাঙ্গা দেখিল এবং ইব্রাহীম (আঃ)-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিল তখন এই দেব-দেবীগুলির অসারতা ও অক্ষমতার চাক্ষষ দৃশ্য তাহাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবার ভূমিকারূপে একটি সাময়িক দাবীস্বরূপ) তিনি বলিয়াছিলেন; "বরং (আমি বলি,) ইহাদের মধ্যকার এই বড় মূর্তিটা এই কাজ করিয়াছে।"

(প্রথম ঘটনা–) রসূলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) যখন স্বীয় স্ত্রী "ছারাহ্" (আঃ) কে সঙ্গে লইয়া হিজরতের সফর করিলেন তখন (মিসরের অন্তর্গত) এক এলাকায় পৌঁছিলেন। তথাকার শাসনকর্তা ছিল এক পরাক্রমশালী জালেম রাজা। সেই রাজাকে (ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার সহধর্মিনী সম্পর্কে) খবর দেওয়া হইল যে, এই এলাকায় এক বিদেশী লোক আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে এক পরমা সুন্দরী রমণী আছে। রাজা তৎক্ষণাৎ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট পেয়াদা পাঠাইয়া দিল এবং তাঁহার সঙ্গে

রমণী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল যে, উভয়ের সম্পর্ক কি? ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন,আমার ভগ্নী* এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছারাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট আসিয়া "ভগ্নী" বলিবার তাৎপর্য এবং সত্য ব্যাখ্যা বুঝাইয়া বলিলেন যে– হে ছারাহ্! বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে একমাত্র মোমেন তুমি ও আমি; (আর মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নী; সেই সূত্রে)। আমি এই জালেম রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছি, তুমি আমার ভগ্নী (উক্ত সূত্রে এই উক্তি সত্য) অতএব তুমি আমার উক্তি অসত্য বলিও না। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন।

এদিকে ঐ রাজা ছারাহ্ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিল। (ছারাহ্ (রাঃ) রাজ মহলে পৌঁছিয়া অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন।) যখন রাজা আসিয়া তাঁহার প্রতি হাত বাড়াইল তখনই সে আল্লাহর গজবে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িল। (এমনকি ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া গেল এবং ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।) তখন সে (ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া) বলিল, আমার জন্য দোয়া করুন; আমি আপনাকে কোনরূপ কষ্ট দিব না। ছারাহ্ (রাঃ) দোয়া করিলেন, (সে ভাল হইল কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গ করিল) এবং পুনঃ তাঁহার প্রতি হাত বাড়াইল। তৎক্ষণাৎ পূর্বরূপ, বরং আরও কঠিন অবস্থায় পতিত হইল; এইবারও সে দোয়ার দরখাস্ত করিল এবং ওয়াদা করিল, তাঁহাকে কষ্ট দিবে না। ছারাহ্ (রাঃ) দোয়া করিলেন, সে রেহাই পাইল এবং একজন দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা যাহাকে আনিয়াছিলে (তাহাকে পৌঁছাইয়া আস); সে মানুষ বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় জ্বিন-পরী হইবে। (কিন্তু ছারাহ্ (রাঃ) সম্পর্কে তাহার অন্তরে যে ভয়-ভক্তি জন্মিয়াছিল সেমতে) তাঁহার খেদমতের জন্য "হাজেরা" নাম্নী একজন রমণী উপঢৌকন পেশ করিল।

ছারাহ্ (রাঃ) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট পৌঁছিলেন, তখনও তিনি নামাযে ছিলেন, হাতের ইশারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে। ছারাহ্ (রাঃ) বলিলেন, কাফের রাজার সমস্ত কূটকৌশলকে আল্লাহ তাআলা তাহারই বিপদ বানাইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং রাজা "হাজেরা"কে আমার খেদমতের জন্য দিয়াছে।

উক্ত হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, হে আরববাসীগণ! এই "হাজেরা (রাঃ)-ই তোমাদের গোষ্ঠীর মাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আনাছ (রাঃ) ,হাম্মাম ইবনে মোনাব্বেহ্ (রাঃ), আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ), আবু হোরায়রা (রাঃ)– এই বিশিষ্ট চারি জন ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছসমূহে (ফতহুল বারী একাদশ খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠায়) এই তথ্য উল্লেখ আছে যে, কঠিন হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ ভীষণ উত্তাপের মধ্যে কষ্ট যাতনায় অতিষ্ঠ হইয়া শাফাআতের জন্য হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের নিকট হাজির হইতে থাকিবে। তখন নবীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ এক একটি ত্রুটির ঘটনা উল্লেখপূর্বক আতঙ্কিত অবস্থায় স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিতে থাকিবেন। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত সুদীর্ঘ হাদীছ ইনশাআল্লাহু তাআলা সপ্তম খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

উক্ত হাদীছে আছে যে, লোকগণ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও বলিবেন, لست هناكم "এই কাজের (অর্থাৎ আজ আল্লার দরবারে শাফাআত করিবার) সাহস আমার নাই ويذكر خطيته এবং তিনি স্বীয় ত্রুটি উল্লেখ করিবেন" انى كذبت ثلث كذبات "আমি তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।" স্বয়ং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক মিথ্যা বলার উক্তির তাৎপর্য এই যে, ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, قربان رابيش بود حيرانى "আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে যে যতদূর অগ্রাধিকারী হয় সে ততদূর অধিক ভয়-ভক্তির প্রভাবে পতিত থাকে।" কারণ, নৈকট্যের দরুন অধিক মা'রেফত লাভ হইতে থাকে এবং যত মা'রেফত তত ভয়-ভক্তি।

ঐ রাজার প্রসিদ্ধ রীতি ছিল যে, তাহার অভিলাস্য রমণীর সঙ্গে স্বামী থাকিলে প্রথমে স্বামী হত্যা করিত। সুতরাং ইব্রাহীম (আঃ) নিজকে স্বামী বলিয়া প্রকাশ করিলেন না।

হাশরের দিন– যেদিন আল্লাহ তাআলার জ্বালাল কাহ্হারিয়াত তথা পরাক্রমশীলতা সর্বাধিক বিস্তার লাভ করিবে; সেই হাশরের দিন নবীগণ উল্লিখিত ভয় ভক্তির প্রভাবে লাচার হইয়া পড়িবেন। এমনকি যাহার যে ত্রুটি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বারংবার ক্ষমার ঘোষণা দিয়াছেন, তিনিও সেই ত্রুটি স্মরণ করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইবেন। যেমন– আদম (আঃ) বেহেশতে বাসকালে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ত্রুটি সম্পর্কে বহু তওবা ও কান্নাকাটি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তওবা গৃহীত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণাও দিয়াছেন, এতদসত্ত্বেও তিনি সেই ত্রুটির ভয়েই জড়সড় হইয়া বলিবেন, انه نهانى عن الشجرة فعصيته نفسى نفسى نفسى اذهبوا الى غيرى "আমি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়াছিলাম; নফ্সী নফ্সী নফ্সী–নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত, নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত, নিজের চিন্তায় আমি ব্যস্ত; তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও।"

তদ্রূপ যেসব বিষয় অন্যের পক্ষে মোটেই ত্রুটি নহে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় নবীগণও তাহা ত্রুটি মনে করিয়াছিলেন না, কিন্তু সেই দিন ভয়-ভীতির দরুন সেই বিষয়টিও বড় ত্রুটি মনে করিবেন, এমনকি ত্রুটিরূপে প্রকাশও করিবেন এবং ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িবেন। ইহা একটি মানবীয় স্বভাব প্রবৃত্তি।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উল্লিখিত উক্তিটি এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায়ই সৃষ্ট। তাঁহার যে তিনটি উক্তিকে তিনি "মিথ্যা" বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, বস্তুত তাঁহার মনোগত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যদৃষ্টে উহা সম্পূর্ণ সত্য ছিল, মিথ্যা মোটেই ছিল না। অবশ্য উক্তিগুলি এরূপ ছিল যাহা উদ্দিষ্ট অর্থ ছাড়া সাধারণ অর্থে অবাস্তব মনে হয়। সাধারণ শ্রোতা সেই অর্থ বুঝিবে; যদ্দরুন এই উক্তিগুলিকে অবাস্তব তথা মিথ্যার আওতাভুক্ত বলা যায় (অর্থদ্বয়ের বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে)। এই সূত্রেই ইব্রাহীম (আঃ) সেই উক্তিগুলিকে "মিথ্যা" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং ত্রুটি গণ্য করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। নতুবা তাঁহার উদ্দিষ্ট অর্থ সূত্রে উহা সম্পূর্ণ সত্য ছিল। এইরূপ বিভিন্নমুখী অর্থজনক উক্তি আত্মরক্ষার জন্য বা অন্য কাহারও ক্ষতি না করিয়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্য শুধু জায়েয ও সমর্থনীয় নহে, বরং উত্তম।

যেভাবেই হউক ইব্রাহীম (আঃ) স্বয়ং বলিবেন, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম।" এই উক্তির সংবাদ জ্ঞাত হইয়া লোকদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, নবী ত মা'সূম নিষ্পাপ হন। হযরত ইব্রাহীমের ন্যায় সত্যের প্রতীক বিশিষ্ট নবী মিথ্যার ন্যায় জঘন্য পাপ কিরূপে করিতে পারেন? অথচ ইহা ত তাঁহার নিজের উক্তি।

এইরূপ সংশয় ও অছ্অছা দূরীভূত করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) আলোচ্য হাদীছখানা বিস্তারিত বিবরণ স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রথমেই বলিয়াছেন, لن يكذب ابراهيم "ইব্রাহীম (আঃ) জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই।"*

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ) যে বলিবেন, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম" এই উক্তি উক্ত ঘোষণার বিপরীত। এই প্রশ্নের অবসানেই রসূল (সঃ) الا فى ثلث অবশ্য তিনটি ঘটনায়" বলিয়া হযরত ইব্রাহীমের ইঙ্গিত প্রদত্ত তিনটি ঘটনার বিষয়গুলি ব্যক্ত করিয়াছেন, যেগুলির তথ্য সংগ্রহের দ্বারা এই প্রশ্নের অবসান হয়। কোন কোন রেওয়ায়াত অনুসারে একটি বাক্যের দ্বারা হযরত (সঃ) এইগুলির তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, ما حل بها عن دين الله ইব্রাহীম (আঃ) এই সব ঘটনার উক্তিসমূহ আল্লাহর দ্বীনের জন্য সূক্ষ্ম কৌশলরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটি ঘটনার উক্তি সম্পর্কে সেই সূক্ষ্ম কৌশলের বিবরণত স্বয়ং ইব্রাহীম (আঃ) হইতে রসূল (সঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্ত্রীকে স্বীয় ভগ্নী বলার ব্যাখ্যায় ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মোমেন এবং মোমেনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নী

* আরবী ভাষার ব্যাকরণ তথা এলমে-নাহু সম্বন্ধে যাহাদের পূর্ণ জ্ঞান আছে তাহারা জানেন যে, جمله استثنائية -এর মধ্যে مستثنى منه ই আসল উদ্দেশ্য হয়; প্রসঙ্গক্রমে কোন প্রশ্নোদয়ের পরিস্থিতির অবসানের জন্য استثناء কে আনা হয়। অতএব আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য হইল হযরত ইব্রাহীমের মিথ্যা না বলার ঘোষণা।

অতএব স্ত্রীকে দ্বীনী ভগ্নী ও স্বামীকে দ্বীনী ভ্রাতা বলিলে তাহা মিথ্যা নহে। ইব্রাহীম (আঃ) নিজের স্ত্রী ছারার নিকট ভগ্নী বলার এই ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। এই সূক্ষ্ম কৌশল দ্বারা আত্মরক্ষাপূর্বক ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দ্বীন প্রচারে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) স্ত্রীকে স্বীয়ভগ্নী বলিয়া দ্বীনী-ভগ্নী উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, সেমতে তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ সত্য ছিল, তাহাতে মিথ্যার লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু শ্রোতা ভগ্নী শব্দ এই অর্থে বুঝে না; যেহেতু "ভগ্নী" বলিলে সাধারণতঃ অন্য অর্থ বুঝা যায়, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশরের দিনের ভয়-ভীতির সময়ে এই উক্তিকে মিথ্যা গণ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইবেন। অপর দুইটি ঘটনা সম্পর্কীয় কথাও এই ধরনেরই একাধিক অর্থবোধক এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ও মনোগত তাৎপর্য অনুসারে তাহা মোটেই অসত্য নহে। বিস্তারিত বিবরণ এই–

আলোচ্য উক্তিদ্বয়ের একটি হইল انى سقيم ইন্নী সাক্বীম– আমি পীড়িত। এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও আছে; এ সম্পর্কীয় আয়াতের তরজমা ১৬৩১ নং হাদীছের পূর্বে রহিয়াছে। মূল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসীকে তাহাদের উপাস্য প্রতিমাগুলির বাস্তব জ্ঞান দান সম্পর্কে একটি

সূক্ষ্ম পরিকল্পনা স্থির করিলেন। সেই পরিকল্পনার মধ্যে সেই প্রতিমাগুলি প্রথমে ভাঙ্গিয়া চুরমার করার প্রয়োজন ছিল। এই কার্য সমাধার জন্য তিনি প্রতিমা ঘরে ঢুকার জন্য নির্জনতার সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। দেশীয় রীতি অনুযায়ী এক উৎসবে তাহাদের একটি মেলা জমিয়াছিল। দেশবাসী সকলেই সে মেলায় গেলে সম্পূর্ণ বস্তি কিছু সময়ের জন্য জনশূন্য হইবে; ইব্রাহীম (আঃ) এই সুযোগকেই স্বীয় প্রয়োজনের জন্য নির্বাচিত করিলেন, কিন্তু দেশবাসী মেলায় যাওয়াকালে তাঁহাকেও মেলায় যোগদান করিতে বলিল। ইব্রাহীম (আঃ) সংকটে পড়িলেন, তাহাদের সঙ্গে গেলে সুযোগ নষ্ট হয়, না যাইয়া বা নিস্তার কিরূপে? তিনি আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া একটু চিন্তা করিলেন যে, এখন তাহাদের হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য কি উত্তর দেওয়া যায়। মানুষ কোন বিষয় চিন্তা করাকালে সম্মুখস্থ যেকোন বস্তুর প্রতি তাকাইয়া একাগ্রতা লাভের জন্য দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করে। এই ক্ষেত্রে নক্ষত্ররাজির প্রতি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি করাও সেই ধরনের ছিল। অথবা তিনি ভান করারূপে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি তাকাইয়াছিলেন। তাঁহার জাতি রাশিচক্রে তথা ভাল-মন্দের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এবং তাহার গণনায় অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যতের শুভাশুভ ইত্যাদি নক্ষত্ররাজির আবর্তন দ্বারা নিরূপণ করায় বিশ্বাসী ছিল। সেমতে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিদানপূর্বক কোন কথা বলিলে তাহারা সহজেই উহা গ্রহণ করিয়া নিবে– পীড়াপীড়ি করিবে না, তাহাদের হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। তাই তিনি নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "ইন্নী সাক্বীম– আমি পীড়িত"। এই বাক্যটির দুই অর্থ হইতে পারে– শারীরিক ও দৈহিক পীড়িত বা মানসিক ও আত্মিক পীড়িত; যেরূপ বলা হয় যে, আমার তবিয়ত ভাল না বা মন-মেজাজ ভাল না। ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য করিতেছিলেন এবং এই অর্থ অনুসারে এই উক্তিটি খাঁটি বাস্তব ও সম্পূর্ণ সত্য ছিল। কারণ, স্বীয় জাতি ও দেশবাসী বিশেষতঃ নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব এমনকি স্বীয় পিতা পর্যন্ত সব জড় পদার্থ প্রতিমা মর্তিগুলির প্রতি যে সব আকিদা ও বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিল এবং উহার প্রেক্ষিতে যেসব কার্যকলাপ করিয়া থাকিত, তাহা দৃষ্টে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ন্যায় ব্যক্তির মনের অবস্থা যে কিরূপ হইতে পারে এবং তাঁহার অস্থিরতা যে কতদূর চরমে পৌঁছিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উদ্দিষ্ট অর্থ অনুসারে তাঁহার এই উক্তি সত্য ছিল কিন্তু শ্রোতা তাঁহার উক্তিকে প্রথম অর্থে বুঝিয়াছিল; যেই কারণে তাহারা উচ্চবাচ্য না করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে ছাড়িয়া গিয়াছে। এই অর্থ অনুসারে ইহা সত্য নহে, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশর ময়দানের ভয়-ভীতির সময় ইহাকে মিথ্যা গণ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইবেন।

মূল আলোচনার দ্বিতীয় উক্তিটি হইল– بل فعله كبيرهم هذا বরং তাহাদের প্রধানটাই এই কাজ করিয়াছে।" এই ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনার আয়াতে ইহার তরজমা রহিয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, পূর্বোল্লিখিত মেলা উপলক্ষ্যে দেশবাসী সকলেই চলিয়া গেল। এই